প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুল মদীনা

ফয়যানে মদীনা

জুলাই ২০২৪

- তাফসীরে কুরআনুল করীম
- দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত
- ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসআলা
- সম্মান বজায় রাখার প্রতি খেয়াল রাখুন (পর্ব: ২)
- কারবালার ময়দানে ইমাম হোসাইন رضی اللہ عنہ এর খুতবা
- হযরত আব্দুল্লাহ বিন হানযালা رضی اللہ عنہ

Translated by:
Translation Department
(Dawat-e-Islami)

ফয়যানে মদীনা

জুলাই ২০২৪

উপস্থাপনায় :

অনুবাদ বিভাগ

দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাদানী চ্যানেল বাংলা

দেখতে থাকুন

হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام কে স্মরণ করো

(দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব)

মুফতি মুহাম্মদ ক্বাসিম আত্তারী

সত্য প্রচারে বিপদের সম্মুখীন:

তাওহীদের দাওয়াত, শিরকের বিরুদ্ধে আমলীভাবে সোচ্চার হয়ে যখন ইব্রাহীম নবী عَلَيْهِ السَّلَام মূর্তিগুলোকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন এবং তাঁর গোত্রের লোকদেরকে মূর্তিগুলোর অক্ষমতা বোঝানোর জন্য বললেন যে, এসব মূর্তিগুলোকে জিজ্ঞাসা করো যে তাদের সাথে কে এরকম আচরণ করেছে তো গোত্রের লোকেরা সংশোধনের পরিবর্তে তাঁকে আগুণে জ্বালিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো, যার মোকাবেলায় তিনি অটল ছিলেন আর আল্লাহ পাক তাঁকে হেফাযত করলেন। আল্লাহ পাক বলেন:

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْۤا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِیْنَ ﴿۶۸﴾

قُلْنَا یٰنَارُ كُوْنِیْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰۤى اِبْرٰهِیْمَ ﴿۶۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তারা বললো, ‘তাঁকে জ্বালিয়ে দাও আর নিজেদের দেবতাগুলোকে সাহায্য করো। যদি তোমাদের কিছু করার থাকে। আমি বললাম, ‘হে আগুণ! হয়ে যা শীতল ও নিরাপদ ইব্রাহীমের উপর।

(পারা: ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৬৮, ৬৯)

অতঃপর আল্লাহ পাকের রাস্তায় হিজরতও করেন এবং নিজের দেশ, এলাকা ও লোকদের আল্লাহর জন্য ত্যাগ করলেন। কুরআন মজীদে

রয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام বললেন:

وَقَالَ اِنِّیْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّیْ سَیَهْدِیْنِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর বললো, ‘আমি আপন প্রতিপালকের দিকে চললাম। এখন তিনি আমাকে পথ প্রদান করবেন।

(পারা: ২৩, সূরা সাফফাত, আয়াত: ৯৯)

আল্লাহ পাকের প্রতি ভালোবাসা:

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর জীবনীতে বেশিরভাগই আল্লাহ পাকের প্রতি ভালোবাসা ফুটে উঠেছে ভালোবাসার প্রমাণের সবচেয়ে বড় দলিল হলো মাহবুবের খাতিরে প্রতিটি জিনিস ত্যাগ করা আর হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এটা প্রমাণ করেছেন। তিনি নিজের জান কুরবান দেয়ার জন্য পেশ করলেন, যেমন বলা হয়েছে:

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْۤا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِیْنَ ﴿۶۸﴾
قُلْنَا یٰنَارُ كُوْنِیْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰۤى اِبْرٰهِیْمَ ﴿۶۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তারা বললো, ‘তাঁকে জ্বালিয়ে দাও আর নিজেদের দেবতাগুলোকে সাহায্য করো। যদি তোমাদের কিছু করার থাকে। আমি বললাম, ‘হে আগুণ! হয়ে যা শীতল ও নিরাপদ ইব্রাহীমের উপর।

(পারা: ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৬৮, ৬৯)

তিনি প্রিয় পুত্রকে আল্লাহ পাকের ভালোবাসায় কুরবানী দেয়ার জন্য পেশ করলেন, যেমন বললেন:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْیَ قَالَ یٰبُنَیَّ اِنِّیْۤ اَرٰى فِی الْمَنَامِ اَنِّیْۤ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ یٰۤاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِیْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِیْنَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর যখন সে তার সঙ্গে কাজ করার উপযুক্ত হলো, তখন (ইব্রাহীম) বললো ‘হে আমার পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি। এখন তুমি দেখো তোমার অভিমত কি? বললো, ‘হে আমার পিতা! করুন যা আপনি আদিষ্ট হচ্ছেন, খোদা ইচ্ছা করলে অবিলম্বে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। **(পারা: ২৩, সূরা সফফাত, আয়াত:১০২)**

অতঃপর আল্লাহ পাকের ভালোবাসার খাতিরে, আল্লাহ পাকের নির্দেশে নিজের সন্তানকে মরুভূমিতে ছেড়ে দিলেন, সুতরাং কুরআন মজিদে রয়েছে:

رَبَّنَاۤ اِنِّیْۤ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ بِوَادٍ غَیْرِ ذِیْ زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِیُقِیْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْىِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِیْۤ اِلَیْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ یَشْكُرُوْنَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার কিছু বংশধরকে এমন এক উপত্যকায় বসবাস করালাম, যাতে ক্ষেত হয়না- তোমার সম্মানিত ঘরের নিকট, হে আমার প্রতিপালক! এজন্য যে, তারা নামায কায়েম রাখবে। অতঃপর তুমি কিছু লোকদের হৃদয়কে তাদের দিকে অনুরাগী করে দাও, এবং তাদেরকে কিছু ফলমূল খেতে দাও, হয়ত তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। **(পারা: ১৩, সূরা ইব্রাহীম, আয়াত: ৩৭)**

বরং তিনি عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর সারাটা জীবন আল্লাহ পাকের ভালোবাসায় সপে দিয়েছেন এবং সত্যিকার্থে এই আয়াতের উদাহরণ হয়ে গেছে।

(قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُكِیْ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন, 'নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানীসমূহ, আমার জীবন এবং আমার মরণ-সবই আল্লাহর জন্য, যিনি প্রতিপালক সমগ্র জাহানের।

(পারা: ৮, সূরা আনআম, আয়াত: ১৬২)

আরও বলেন:

وَالَّذِیْۤ اَطْمَعُ اَنْ یَّغْفِرَ لِیْ خَطِیْٓـَٔتِیْ یَوْمَ الدِّیْنِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তিনিই, যাঁর প্রতি আমার আশা আছে যে, আমার অপরাধসমূহ কিয়ামত-দিবসে ক্ষমা করবেন।

(পারা: ১৯, সূরা শু'আরা, আয়াত: ৮২)

এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর উপর ভরসা রাখা ও তাঁর সন্তুষ্টির প্রত্যাশা থাকাও আল্লাহ পাকের ভালোবাসার আলামত।

বিপদে সফলতা:

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এমনকি স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁর সফলতার ঘোষণা দিয়েছেন, যেমন এক স্থানে বলেন:

(وَاِذِ ابْتَلٰۤى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যখন ইব্রাহীমকে তাঁর প্রতিপালক কতিপয় বিষয় দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন; অতঃপর তিনি সেগুলোকে পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। **(পারা: ১, সূরা বাকারা, আয়াত: ১২৪)**

অন্য এক স্থানে বলেন:

(وَاِبْرٰهِیْمَ الَّذِیْ وَفّٰۤى)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ইব্রাহীমের, যে বিধানবলী যথাযথভাবে পালন করেছে। **(পারা: ২৭, সূরা নাজম, আয়াত: ৩৭)**

অন্য এক জায়গায় সফলতার বিষয়টি এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

فَلَمَّاۤ اَسْلَمَا وَ تَلَّهٗ لِلْجَبِیْنِ ﴿۱۰۳﴾ وَ نَادَیْنٰهُ اَنْ یّٰۤاِبْرٰهِیْمُ ﴿۱۰۴﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْیَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۱۰۵﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِیْنُ ﴿۱۰۶﴾ وَ فَدَیْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِیْمٍ ﴿۱۰۷﴾ وَ تَرَكْنَا عَلَیْهِ فِی الْاٰخِرِیْنَ ﴿۱۰۸﴾ سَلٰمٌ عَلٰۤى اِبْرٰهِیْمَ ﴿۱۰۹﴾ كَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۱۱۰﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۱۱۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর যখন উভয়ে আমার নির্দেশর প্রতি আত্মসমর্পণ করলো এবং পিতা পুত্রকে মাথার উপর ভর করে শায়িত করলো, (ঐ সময়কার অবস্থা জিজ্ঞাসা করো না। এবং আমি তাকে আহ্বান করলাম 'হে ইব্রাহীম! নিশ্চয় তুমি স্বপ্নকে সত্য করে দেখালে আমি এভাবেই পুরুষ্কৃত করে থাকি সৎকর্ম-পরায়ণদেরকে। নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিলো। আর আমি এক মহান কুরবানী তার বিনিময়ে দিয়ে তাকে মুক্ত করে দিয়েছি। আর আমি পরবর্তীদের মধ্যে তার প্রশংসা স্থায়ী রেখেছি। শান্তি বর্ষিত হোক ইব্রাহীমের উপর। আমি এভাবেই পুরুষ্কৃত করি সৎকর্ম-পরায়ণদেরকে। নিশ্চয় সে আমার উন্নততর মর্যাদার, পূর্ণ ঈমানদার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত।

(পারা: ২৩, সূরা সফফাত, আয়াত: ১০৩ – ১১১ পৃ:)

কৃতজ্ঞতা:

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর কৃতজ্ঞতার স্বভাবের সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ পাক কুরআন মজিদে দিয়েছেন:

(شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তার অনুগ্রহসমূহের উপর কৃতজ্ঞ।

(পারা: ১৪, সূরা নাহল, আয়াত: ১২১)

ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং সৃষ্টির প্রতি দয়া:

হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর ধৈর্যের প্রমাণ তো তাঁর প্রতিটি পরীক্ষা থেকে হয়ে থাকে এবং লূত গোত্র থেকে শাস্তি বিলম্বিত করার জন্য বারবার বলার কারণে তাঁর সহনশীলতা ও সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহের সাক্ষ্য কুরআন মজিদ দিয়েছেন, যেমন বলেন:

(اِنَّ اِبْرٰهِیْمَ لَحَلِیْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِیْبٌ)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় ইব্রাহীম সহনশীল, অতি ক্রন্দনকারী এবং আল্লাহ-অভিমুখী। **(পারা: ১২, সূরা হুদ, আয়াত: ৭৫)**

আল্লাহ পাকের প্রতি ধ্যান:

প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ পাকের দিকে মনযোগী হওয়া এবং বার বার আল্লাহ পাকের দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং তাঁর সামনে বিনয় প্রকাশ করতে থাকা এবং তাঁর নিকট দোয়া করতে থাকা আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভূক্ত এবং হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর কুরআন মজিদে উল্লেখিত অধিকাংশ দোয়া এসব বিষয়ের প্রমাণ বহন করে। তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করেন:

(وَالَّذِیْۤ اَطْمَعُ اَنْ یَّغْفِرَ لِیْ خَطِیْٓـَٔتِیْ یَوْمَ الدِّیْنِ)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তিনিই, যাঁর প্রতি আমার আশা আছে যে, আমার অপরাধসমূহ কিয়ামত-দিবসে ক্ষমা করে দিবেন।

(পারা: ১৯, সূরা শু'আরা, আয়াত: ৮২)

অন্য এক জায়গায় আল্লাহ পাকের অনুগ্রহসমূহ ও তাঁর প্রতি মনযোগী হওয়ার বিষয়টি এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

(الَّذِیْ خَلَقَنِیْ فَهُوَ یَهْدِیْنِ ۙ
وَالَّذِیْ هُوَ یُطْعِمُنِیْ وَیَسْقِیْنِ ۙ
وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِیْنِ ۙ
وَالَّذِیْ یُمِیْتُنِیْ ثُمَّ یُحْیِیْنِ ۙ)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং তিনি আমাকে পথ প্রদান করবেন। আর তিনিই, যিনি আমাকে আহার করান এবং পান করান। আর যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন। আর তিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর আমাকে পুনঃজীবিত করবেন।

(পারা: ১৯, সূরা শু'আরা, আয়াত: ৭৮ - ৮১)

অপর এক স্থানে সমস্ত দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহ পাকের দিকে প্রত্যাবর্তন করাটা এইভাবে উল্লেখ করেছেন:

(اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
حَنِیْفًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমি আমার মুখমন্ডল তাঁরই দিকে ফিরাচ্ছি, যিনি আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই হয়ে এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত নই।'

(পারা: ৭, সূরা আনআম, আয়াত: ৭৯)

অন্য এক স্থানে বলেন:

(اِنِّیْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّیْ سَیَهْدِیْنِ)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ‘আমি আপন প্রতিপালকের দিকে চললাম। এখন তিনি আমাকে পথ প্রদান করবেন। **(পারা: ২৩, সূরা সফফাত, আয়াত: ৯৯)**

পরিপূর্ণ ঈমান, উচ্চ সাহস, ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ, সহনশীল ও তাওবাকারী হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর জীবনের কিছু সংক্ষিপ্ত দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। এসব বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করা জরুরী, তাঁর পবিত্র জীবনের মধ্যে আমাদের জন্য উত্তম দিক নির্দেশনা ও হেদায়তের নুর বিদ্যমান রয়েছে, আল্লাহ পাক তাঁর বরকতময় জীবনীর কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

(قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِیْۤ اِبْرٰهِیْمَ وَ الَّذِیْنَ مَعَهٗ)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের জন্য উত্তম অনুসরণ (আদর্শ) ছিলো ইব্রাহীম ও তাঁর সাথীদের মধ্যে।

(পারা: ২৮, সূরা মুমতাহিনা, আয়াত: ৪)

আজ আমাদেরকেও তাঁর অনুসরণ করতে গিয়ে নিজেদের চরিত্রের মধ্যে আল্লাহ পাকের প্রতি ভালোবাসা, সৃষ্টির প্রতি দয়া, আল্লাহ পাকের প্রতি অধিকহারে প্রত্যাবর্তন, বিপদে ও কষ্টের সময় ধৈর্য, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের ইচ্ছা, প্রত্যেক অবস্থায় সততা ও পরিপূর্ণ ঈমান দ্বারা নিজেদের হৃদয়কে আলোকিত করা প্রয়োজন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর ফয়যান নসিব করুক। আমিন

মুফতী মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

(১) অনলাইনে শপিং করার সময় কার্ডে পেমেন্ট করা কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও শরীয়তের মুফতীগণ এই ব্যাপারে কি বলেন যে, বিভিন্ন কোম্পানি থেকে অনলাইনে পণ্য কেনার জন্য পণ্য অর্ডার করার সময় কার্ডে পেমেন্ট করা হয়, অর্থাৎ পণ্যের পেমেন্ট আগে হয়ে যায় আর পণ্য পরবর্তীতে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ দিন কাষ্টমারের নিকট পৌঁছানো হয়, পণ্য কাষ্টমারের নিকট পৌঁছানোর আগে কার্ডে পেমেন্ট করা জায়িয আছে কি?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত অবস্থায় কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্ট পূর্বেই আদায় করে দেয়াটা জায়িয, এতে কোন অসুবিধা নেই, কারণ যখন বিক্রিত পণ্য ও মূল্যের পরিমাণ ইত্যাদি নির্ধারণ হয়ে যায় (অর্থাৎ যে জিনিস বিক্রি করা হচ্ছে তার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে যে, তা কোন ধরনের হবে এবং যেই দামে কেনা হয়েছে তাও নির্ধারিত) এবং কেনাবেচার অন্যান্য সকল শর্তাবলিও পাওয়া যায় তবে এরপর শুধুমাত্র বিক্রিত পণ্য হস্তগত না করার কারণে কেনাবেচা বাতিল বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। বরং কেনাবেচা তো ইজাব ও কবুল বা এর স্থলাভিষিক্ত গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে সংঘঠিত হয়ে যায়। তবে এই ধরনের অস্থাবর (Movable) জিনিস হস্তগত করার পূর্বেই বিক্রি করে দেয়া জায়িয নয়। কারণ অন্যকে বিক্রি করার জন্য ঐ জিনিসের হস্তগত হওয়া জরুরি।

মনে রাখবেন! এটা বাইয়ে সালাম নয়, বাইয়ে মুতলাক। কেননা বাইয়ে মুতলাকে বিক্রিত পণ্য বিদ্যমান থাকা জরুরি। আর এখানে এমনটাই হয়ে থাকে যে, বিক্রিত পণ্য সেখানে বিদ্যমান থাকে, তবে হ্যাঁ টাকা পূর্বেই দিয়ে দেয়া হয়েছে আর বিক্রিত পণ্য তখনও হস্তগত হয়নি তাহলে এটা বাইয়ে মুতলাক এর পরিপন্থি নয়। এমনিভাবে বাইয়ে মুতলাকে সম্পূর্ণ মূল্য সাথে সাথে গ্রহণ করাটা জরুরি নয়, কিন্তু বাইয়ে সালাম এর বিষয়টি এর চেয়ে অনেক ভিন্ন, কারণ বাইয়ে সালামের কিছু নির্দিষ্ট শর্তাবলি রয়েছে, যেগুলো ছাড়া তা সংঘঠিত হয় না। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা বাহারে শরীয়ত ১১তম খন্ডের বাইয়ে সালামের বর্ণনায় রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে থেকে একটি শর্ত হলো; সম্পূর্ণ মূল্য সাথে সাথে মুসাল্লাম ইলাইহিকে দিয়ে দেয়া এবং মুসাল্লাম ইলাইহির তা হস্তগত করা এটা ছাড়া বাইয়ে সালাম ফাসেদ তথা বাতিল হয়ে যায়। অনুরুপভাবে বাইয়ে সালামে তৎক্ষনাৎ বিক্রিত পণ্য বিদ্যমান থাকে না।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰه عليه واٰله وسلَّم

(২) ৯, ১০ মুহাররামুল হারামে পানির ব্যবস্থা করা কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও শরীয়তের মুফতীগণ এই মাসয়ালার ব্যাপারে কি বলেন যে, আমাদের গ্রামে এক ব্যাক্তি বললো যে, ৯, ১০ মুহাররামুল হারামে পানির ব্যাবস্থা করা জায়িয নেই, আপনার নিকট আরয যে, আমাদেরকে এই ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করুন যে, ৯, ১০ মুহাররামুল হারামে পানির ব্যবস্থা করা জায়িয আছে কি?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

৯ বা ১০ মুহাররামুল হারাম একান্তই আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও কারবালার শহীদদের رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ পবিত্রতম রুহে সাওয়াব পৌঁছানোর নিয়্যতে মুসলমানদের জন্য পানির ব্যবস্থা করা নিঃসন্দেহে জায়িয, মুস্তাহাব এবং সাওয়াবের কাজ। হাদীসে পাকে পানিকে উত্তম সদকা বলা হয়েছে, এছাড়া পানি পানি পান করানোর মাধ্যমে গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়। পানি উত্তম সদকা, যেমনিভাবে সুনানে আবু দাউদ এ রয়েছে:

عن سعد بن عبادة انه قال: يا رسول الله، ان ام سعد ماتت،

فاي الصدقة افضل؟ قال: الماء، قال: فحفر بئرا، وقال: هذه

لام سعد

অনুবাদ: হযরত সাদ বিন উবাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হতে বর্নিত যে, তিনি আরয করলেন: ইয়া রাসুলাল্লাহ! উম্মে সা'দের (আমার মা) ইন্তেকাল করেছেন, তাঁর জন্য কোন সদকাটি উত্তম? ইরশাদ করলেন: পানি। তখন তিনি কূপ খনন করালেন এবং বললেন: এই কূপ সাদে'র মায়ের জন্য। (সুনানে আবু দাউদ, ২/১৩০)

উল্লেখিত হাদীস প্রসঙ্গে মিরআতুল মানাজীহ এর মধ্যে রয়েছে: কিছু লোক পথচারীদের জন্য পানির ব্যবস্থা করে থাকে, সাধারণ মুসলমান খতম, ফাতিহা ইত্যাদির মধ্যে অন্যান্য জিনিসের সাথে পানিও রাখে, এই সকল কিছুর মুল উৎস

হলো এই হাদীস। কারণ এর মাধ্যমে জানা গেলো যে, পানি পান করানো সর্বোত্তম।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৩/১৩৮)

পানি পান করানোর মাধ্যমে গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়। যেমনিভাবে হাদীসে পাকে রয়েছে যে,

حدثنا انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كثرت ذنوبك فاسق الماء على الماء تتناثر كما يتناثر الورق من الشجر في الريح العاصف"

অনুবাদ: হযরত আনাস বিন মালিক হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমার গুনাহ অধিক হয়ে যায় তখন পানির উপর পানি পান করাও, গুনাহ ঝরে যাবে, যেমনিভাবে ঝড়ো হাওয়ায় গাছের পাতা ঝরে যায়।

(তারিখে বাগদাদ, ৬/৪০৩)

পথচারীদের পানি পান করানোর ক্ষেত্রে ইসালে সাওয়াবের নিয়্যত থাকা, যেমনটি ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যায় রয়েছে: "নিয়্যত ইসালে সাওয়াবের করবে এবং রিয়া ইত্যাদি অনুপ্রবেশ করবে না, তখন এই (অর্থাৎ পানি পান করানো) জায়িয হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। শরবত করুন এবং আরয করুন যে, হে আল্লাহ! এই শরবত হযরত ইমাম (অর্থাৎ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর রুহে প্রশান্তি পৌঁছানোর) জন্য। এর সাওয়াব তাঁকে পৌঁছাবে এবং পাশাপাশি ফাতিহা ইত্যাদি পড়লে তো আরো ভালো। এরপর মুসলমানদেরকে পান করাবে।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৯/৬০১)

وَاللهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صلى الله عليه واله وسلم

(৩) চুলের পিআরপি করানো কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও শরীয়তের মুফতীগণ এই ব্যাপারে কি বলেন যে, চুলের কি পিআরপি করানো যাবে। এতে হয় যে, শরীর থেকে রক্ত নিয়ে সেখান থেকে প্লাজমা আলাদা করা হয়, এরপর তা সিরিঞ্জের মাধ্যমে চুলের গোড়ায় পৌঁছানো হয়। যার মাধ্যমে মাথার টাক পড়া দূর হয় আর চুল গজায়?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

P.R.P: মানুষের রক্তের মাধ্যমে চিকিৎসা করার শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, কারণ মানুষের রক্ত শরীর থেকে পৃথক হওয়ার পর নাজাসাতে গলীজা ও হারাম হয়ে থাকে। আর নাপাক ও হারাম জিনিস চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা জায়িয নেই। আল্লাহ পাক হারাম ও নাপাক জিনিসের মধ্যে আরোগ্য রাখেননি। এমনিভাবে মানুষের অঙ্গ থেকে উপকার লাভ করার শরীয়ত অনুমতি দেয়নি যে, আল্লাহ পাক মানুষকে সম্মানিত বানিয়েছেন আর এর অংশ দিয়ে চিকিৎসা করা তার সম্মানের পরিপন্থি। যদিও সেই অংশ স্বয়ং সেই রোগীর নিজের শরীরেরই হোক না কেনো। কেননা এর ব্যবহার তার সম্মানের পরিপন্থি আর উল্লেখিত মাসআলায় এই জিনিস তো নাপাকই বটে।

তবে যদি এমন পরিস্থিতি হয় যে, এছাড়া অন্য কোন চিকিৎসা নেই এবং এমন ডাক্তার যে, ফাসিকে মুলিন নয় (অর্থাৎ প্রকাশ্যে গুনাহগার

নয়) এবং তিনি প্রবল ধারনার ভিত্তিতে বললেন যে, এছাড়া চুলের আর অন্য কোন চিকিৎসা নেই, তবে ভালো উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এই চিকিৎসার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু এখানে এরুপ কোন পরিস্থিতি নেই, চুলের সার্জারির জন্য অনেক বৈধ চিকিৎসা রয়েছে। সুতরাং এখানে এই চিকিৎসার কোনভাবেই অনুমতি নেই।

P.R.P. অর্থাৎ (Platelet Rich Plasma) তে রক্তের একটি অংশই ব্যবহার হয় আর এই রক্তের পদার্থে কোন পরিবর্তন হয় না। প্লাজমা রক্তের তরল অংশকে বলা হয়। মৌলিকভাবে রক্তের তিনটি অংশ হয়ে থাকে, রেড সেল, ওয়াইট সেল, প্লাজমা। রেড সেল ও ওয়াইট সেল হলো রক্তের ঘাঢ় অংশ আর প্লাজমা হলো তরল অংশ। রক্তের মেশিনে দিয়ে এস্পেন করা হয় তখন ওয়াইট সেল এবং রেড সেল নিচে বসে যায় আর প্লাজমা উপরে রয়ে যায়, যাকে আলাদা করে নেওয়া হয় এবং ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

وَاللّٰہُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَم صلَّی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلَّم

ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসআলা

মুফতি মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী

(১) কন্যাকে কুরআনে করীমের ছায়ায় বিদায় দেয়া কেমন?

প্রশ্ন: ওলামোয়ে দ্বীন ও মুফতিয়ায়ে কেরাম এই বিষয়ে কি বলেন যে, বিবাহের সময় মেয়েকে বিদায় দেয়াকালীন এই দৃশ্যটি পরিলক্ষিত হয় যে, কন্যার মাথার উপর কুরআনে পাক রেখে তাকে কুরআনের ছায়ায় বিদায় দেয়া হয়ে থাকে, এই কাজটি শরয়ী দৃষ্টিতে সঠিক কিনা?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

কুরআনে পাকের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য কল্যাণ ও বরকত। যেমনিভাবে সেটা পাঠ করা, মুখস্ত করা, শ্রবণ করা, সেটার উপর আমল করা এবং সেটা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা কল্যাণ ও বরকত অর্জনের মাধ্যম, সেইভাবে কুরআনে পাকের পাতায় বিদ্যমান ব্যবস্থাপত্রও রহমত ও বরকতের মাধ্যম, সুতরাং সেটা থেকে বরকত অর্জন করা জায়িয ও মুস্তাহাব আমল। বিদায়ের সময় নববধূর মাথার উপর কুরআনে পাক রেখে বিদায় দেয়ারও এটাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যে, এই আমল দ্বারা কুরআনে পাকের বরকত অর্জিত হবে, সুতরাং উল্লেখিত নিয়্যতে এই আমলটি জায়িয ও সাওয়াবের কাজ হিসেবে গণ্য হবে, কিন্তু সেটার সাথে কিছু বিষয়াদি মাথায় রাখা অনেক জরুরী।

(১) উল্লেখিত অবস্থায় অযুরত ব্যক্তি কুরআনে পাক স্পর্শ করবে নতুবা অযুবিহীন অবস্থায় কোন জুযদান অথবা গিলাফের কাপড় দ্বারা ধরবে, কেননা অযুবিহীন ব্যক্তির কুরআনে পাক স্পর্শ করা জায়িয নেই।

(২) যেহেতু উল্লেখিত আমলের মাধ্যমে কুরআনে পাক থেকে বরকত অর্জন করা উদ্দেশ্য, সুতরাং এই বিষয়টির দিকে বিশেষ খেয়াল

রাখতে হবে যে, গান বাজনা অথবা আতশবাজি ইত্যাদি নিষেধ বিষয়াদির মতো কোন কাজ যেনো না হয় কেননা একটা বিষয় তো এটা যে, কুরআনে মজিদের বিয়াদবি ও দ্বিতীয়ত এই বিষয়টি কখনো ঠিক নয় যে, একদিকে কুরআনে করীম থেকে বরকত নেয়া হচ্ছে আর অন্য দিকে কুরআনে করীমেরই নাফরমানী করা হচ্ছে। এইভাবে কুরআনে করীম পাশে না থাকুক, তখনও তাদেরকে সেই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা জরুরী, তবে কুরআনে করীমের উপস্থিতিতে সেটার আযমত ও গুরুত্বের দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রেখে ঐসব কাজ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক হয়ে যাবে।

وَاللّٰہُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَم صلَّی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلَّم

(২) জুমার দিন মহিলারা প্রথম আযানের উত্তর দিবে নাকি দ্বিতীয় আযানের?

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে কেরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, জুমার দিন যেই প্রথম আযান হয় তখন মহিলারা প্রথম আযানের উত্তর দিবে নাকি দ্বিতীয় আযানের নাকি উভয়টির?

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

মহিলাদের জন্য জুমার প্রথম আযান ও দ্বিতীয় আযান উভয়টির উত্তর দেয়া মুস্তাহাব।

এটার ব্যাখ্যা হলো প্রথম আযানের উত্তরের বিধান অন্যান্য আযানের ন্যায় কেননা এগুলোর পরস্পরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, রইলো দ্বিতীয় আযানের উত্তর তো সেটা শুধুমাত্র মুকতাদির জন্য নিষেধ তারা ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয় এমনকি খতিব সাহেবও সেটার উত্তর দিতে পারবে, আর মহিলারা যেহেতু জুমার জন্য মসজিদে যায় না বরং ঘরের মধ্যেই থাকে তো তাদের জন্য সেই আযানের উত্তর প্রদানে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই, বরং তারা সেটার উত্তর দিতে পারবে। দ্বিতীয় আযানের উত্তর প্রদানে নিষেধাজ্ঞা মুকাতাদির সাথে নির্দিষ্ট সুতরাং যারা মুকতাদি নয় তারা উত্তর দিতে পারবে।

وَاللّٰہُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَم صلَّی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلَّم

ব্যবসার আহকাম

মুফতী আবু মুহাম্মদ
আলী আসগর আত্তারী মাদানী

(১) গ্রাফিক্স ডিজাইনারের প্রাণীর ডিজিটাল ছবি বানানো কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, আমরা গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ করি, লোকেরা আমাদের দিয়ে বিভিন্ন কিছু ডিজাইন করিয়ে থাকে, অনেক সময় আমরা প্রাণীর ছবি বানানোর অর্ডারও পাই আর গ্রাহকের ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই যে, তারা পরে এটি প্রিন্ট করবে নাকি প্রিন্ট না করে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেই ব্যবহার করবে, তবে কি আমাদের এরূপ লোকদের প্রাণীর ছবি বিশিষ্ট বস্তু তৈরি করা জায়িয?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: ডিজিটাল ছবি শরয়ীভাবে ছবির হুকুমে নয়, অতএব জিজ্ঞাসিত অবস্থায় যখন আপনি নিশ্চিত নন যে, গ্রাহক প্রাণীর ছবি প্রিন্ট করাবে, তখন আপনার ছবিতে গ্রাফিক্সের কাজ করা জায়িয, তবে যেসব ছবিতে অশ্লীলতা, পর্দাহীনতা এবং শরীয়ত বহির্ভূত বিষয় রয়েছে তবে এসব ছবি যদিও প্রিন্ট নাও করে কিন্তু শরীয়ত বহির্ভূত বিষয় সম্বলিত হওয়ার কারণে এতে গ্রাফিক্সের কাজ করা জায়িয নয়।

অন্যায় যখন একই বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু তা গুনাহের জন্য নির্ধারিত হয় না, তখন শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে সেই বস্তু বিক্রি করা নিষেধ নয়, যেমনটি হেদায়ায় রয়েছে:

وان كان لا يعرف انه من اهل الفتنة لا باس بذلك، لانه يحتمل ان لا يستعمله فى الفتنة فلا يكره بالشك

অর্থাৎ যে ব্যক্তির ব্যাপারে এটা জানা নেই যে, সে ফিতনাবাজ কিনা তবে তার নিকট অস্ত্র বিক্রি করাতে কোন সমস্যা নেই, কেননা হয়তো সে তা ফিতনার কাজে ব্যবহার করবে না,

অতএব শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির নিকট অস্ত্র বিক্রি করা নিষেধ নয়। (হেদায়া, ৬/৫০৬)

একইভাবে আফিম বিক্রির ব্যাপারে ইমামে আহলে সুন্নাত বলেন: "আফিম নেশার পর্যায়ে খাওয়া হারাম এবং এটি একটি বাহ্যিক চিকিৎসা হিসেবে যেমন; ব্যাণ্ডেজ ও মলম হিসাবে ব্যবহার করা বা খাওয়ার ঔষধ হিসেবে এত অল্প পরিমাণে যোগ করা যে, প্রতিদিনকার পরিমাণে সিরাপটি নেশার পর্যায়ে পৌঁছাবে না, তবে জায়িয আর যখন অন্যায়ের জন্য নির্দিষ্ট নয় তবে তা বিক্রি করতে অসুবিধা নেই।" (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ২৩/৫৭৪)

وَاللّٰہُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(২) অনলাইনে অর্ডার নেয়ার পর ফ্রযন আইটেম প্রস্তুত করে বিক্রি করা কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও শরীয়তের মুফতীগণ এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, আজকাল দেশে একটি অনলাইন ব্যবসা অনেক প্রসার ঘটছে, যাতে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুক ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের Frozen অর্থাৎ নন-ফ্রাইড বিভিন্ন ধরনের সমুসা রোল ইত্যাদির বিজ্ঞাপন দেয়া হয় এবং অনলাইনে অর্ডার আসলে তা ঘরে প্রস্তুত করে বিক্রি করা হয়, অথচ অর্ডারের সময় কখনো কখনো প্রস্তুত করা মাল আমাদের নিকট থাকে না, তো এ ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: জিজ্ঞাসিত অবস্থায় Frozen অর্থাৎ নন-ফ্রাইড বিভিন্ন ধরনের সমুসা রোল ইত্যাদি সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দেয়া এবং অনলাইনে অর্ডার পাওয়ার পর তা বিক্রি করা জায়িয, যদিও অর্ডার নেয়ার সময় প্রস্তুত করা পণ্যটি না থাকুক, কেননা এটি হলো "বাইয়ে ইসতিসনা", যা অনুমানের বিরুদ্ধে জায়িয, এর বিবরণ নিম্নরূপ।

অর্ডার করার পর পণ্য প্রস্তুত করাকে ফিকহী পরিভাষায় "বাইয়ে ইসতিসনা" বলা হয়, এটি ঐ সকল পণ্যে জায়িয, যা সাধারণত অর্ডার করার পরই প্রস্তুত করা হয়, আর অর্ডার দেয়া সময় এই পণ্যের দাম, পরিমাণ, জাত, প্রকার ইত্যাদি সমস্ত বিষয় এমনভাবে প্রকাশ করতে হবে যে, পরবর্তীতে যেন কোনো দ্বন্দ্ব হতে না পারে।

সায়্যিদী আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমাদ রাযা খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ 'বাইয়ে ইসতিসনা' সম্পর্কে বলেন: "কারো থেকে কোন কিছু এমনভাবে প্রস্তুত করা যে, সে তার পক্ষ থেকে এই দামেই প্রস্তুত করে দিবে, এই অবস্থাকে 'ইসতিসনা' বলা হয়, যদি এই পণ্যটি এভাবেই বানানের রীতি প্রচলিত থাকে এবং এর ধরন, গুণমান, অবস্থা, আকার, দাম ইত্যাদি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে, কোন অজ্ঞতা পরবর্তীতে ঝগড়ার কারণ না হয়, তবে এই চুক্তি শরয়ী ভাবে জায়িয এবং এতে বাইয়ে সালামের শর্তাবলী যেমন; টাকা অগ্রীম একই বৈঠকে দিয়ে দেয়া বা তা বাজারে বিদ্যমান থাকা কিংবা অনুরূপ হওয়া কোন কিছুই আবশ্যক নয়।"

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ১৭/৫৯৭)

বিঃ দ্রঃ- ডেলিভারির লোকেশন এবং ডেলিভারি চার্জ কত হবে? নাকি ডেলিভারি ফ্রি? তাও অর্ডারের সময়েই নির্ধারন করে নিন।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৩) ব্যবসার কাজের জন্য ওয়েবসাইট বানিয়ে দেয়া কেমন?

প্রশ্নঃ ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, আমরা মদ ইত্যাদির মতো হারাম পণ্যের জন্য তো ওয়েবসাইট বানাই না, তবে এমন হয় যে, আমরা গ্রাহককে ব্যবসার জন্য কোন ওয়েবসাইট বানিয়ে দিলাম, যাতে গ্রাহক তার পণ্য এড করে বিক্রি করবে। আমরা জানি না যে, সে কোন পণ্য তার ওয়েবসাইটে এড করবে, এতে আমরা কোন পণ্য এডও করিনা বা ছবি ইত্যাদিও দিই না, কিন্তু গ্রাহক নিজেই পরবর্তীতে এতে নাজায়িয ছবি যুক্ত করে দেয় বা কোন নাজায়িয প্রোডাক্ট বিক্রি করে, তবে কী আমরাও গুনাহগার হবো?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তরঃ জিজ্ঞাসিত অবস্থায় আপনি গ্রাহককে শুধুমাত্র ব্যবসার কাজরে জন্য ওয়েবসাইট বানিয়ে দিচ্ছেন এবং বানানোর সময়ও এটি অন্যায়ের জন্য ব্যবহার হওয়া নির্ধারিত ছিলো না যে, এটি নাজায়িয প্রোডাক্ট বিক্রির জন্য ব্যবহার করা হবে, আপনার গ্রাহককে এই ধরনের ব্যবসায়িক ওয়েবসাইট বানিয়ে দেয়া জায়িয, এখন যদি সে তার এই ওয়েবসাইটে বেপর্দা মহিলার ছবির মাধ্যমে প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন দেয় বা কোন নাজায়িয পণ্য বিক্রি করে তবে আপনি এতে গুনাহগার হবেন না, এটি এমনই যে, যেমন একজন ব্যক্তি সাধারণ মানুষের কাছে ছুরি ইত্যাদি বিক্রি করলো, যার ব্যাপারে এটা জানা নেই যে, সে এটিকে সবজি ইত্যাদি কাটতে ব্যবহার করবে নাকি মুসলমানের ক্ষতি করতে ব্যবহার করবে, হ্যাঁ যদি প্রথম থেকেই এটি জানা থাকে যে, গ্রাহক এই ওয়েবসাইটটি নাজায়িয কাজেই ব্যবহার করবে, তবে এখন আপনার জন্য এই গ্রাহককে ওয়েবসাইট বানিয়ে দেয়া গুনাহের কাজে সরাসরি সাহায্য করা হবে, যা জায়িয নয়, এটি এমনই হবে যে, কোন ব্যক্তি ফিতনা ফ্যাসাদকারী লোকের নিকট অস্ত্র বিক্রি করলো অথচ এই বিষয়টি জানা আছে যে, এই লোকেরা অস্ত্রগুলো হত্যাকাণ্ডের জন্য ব্যবহার করবে।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মুহাররামুল হারামের কিছু ঘটনা

তারিখ/মাস/সাল	নাম/ঘটনা	আরও বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন
পহেলা মুহাররামুল হারাম ২৪ হি:	মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা, হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ওরস শরীফ	মাসিক ফয়যানে মদীনা মুহাররামুল হারাম ১৪৩৯ থেকে ১৪৪৫ হিজরী ও “ফয়যানে ফারূকে আযম”
২ মুহাররামুল হারাম ২০০ হি:	হযরত শায়খ মা’রুফ করখী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা মুহাররামুল হারাম ১৪৩৯ হি:
৫ মুহাররামুল হারাম ৬৬৪ হি:	হযরত বাবা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জে শাকার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ	মাসিক ফয়যানে মদীনা মুহাররামুল হারাম ১৪৩৯ হি: এবং “ফয়যানে বাবা ফরিদ উদ্দীন গঞ্জে শাকার”
১০ মুহাররামুল হারাম ৬১ হি:	নবী দৈহিত্র হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ওরস মুবারক	মাসিক ফয়যানে মদীনা মুহাররামুল হারাম ১৪৩৯ থেকে ১৪৪৫ হি: এবং “ইমাম হোসাইনের কারামত”

১৪ মুহাররামুল হারাম ১৪০২ হি:	শাহযায়ে আ'লা হযরত, মুফতিয়ে আযম হিন্দ, মুফতি মুহাম্মদ মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُاللهِ عَلَيْه এর বেছাল শরীফ	মাসিক ফয়যানে মদীনা মুহাররামুল হারাম ১৪৩৮ থেকে ১৪৪৪ হি: এবং "জাহানে মুফতি আযম হিন্দ"
১৮ মুহাররামুল হারাম ১৪২৭ হি:	মরহুম রুকনে শূরা, হাফিয মুফতি মুহাম্মদ ফারূক আত্তারী رَحْمَةُاللهِ عَلَيْه এর বেছাল শরীফ	মাসিক ফয়যানে মদীনা মুহাররামুল হারাম ১৪৩৯ থেকে ১৪৪০ হি: এবং "মুফতিয়ে দাওয়াতে ইসলামী"
মুহাররামুল হারাম ১৪ হি:	হযরত আবু বকর সিদ্দিকের পিতা হযরত আবু কুহাফা ওসমান বিন আমের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বেছাল মুবারক	মাসিক ফয়যানে মদীনা মুহাররামুল হারাম ১৪৩৯ হি: এবং "ফয়যানে সিদ্দিকে আকবর" ৬৩ পৃষ্ঠা
মুহাররামুল হারাম ১৪/১৫ হিজরী	"জঙ্গে ক্বাদসিয়া" এটাতে প্রায় ১০ হাজারের চেয়ে বেশি মুসলমান ১ লাখ ২০ হাজার কাফিরকে পরাজিত করেন।	ফয়যানে ফারূকে আযম, ২/৬৬৮ থেকে ৬৭৬
মুহাররামুল হারাম ১৬ হি:	কানিজে রাসূল হযরত বিবি মারিয়া কিবতিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর বেছাল মুবারক	মাসিক ফয়যানে মদীনা মুহাররামুল হারাম ১৪৩৯, ১৪৪০ হিজরী এবং "সিরাতে মুস্তফা, ৬৮৫ পৃষ্ঠা"
মুহাররামুল হারাম ৩৬ হি:	রাযদানে মুস্তফা হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বেছাল মুবারক	মাসিক ফয়যানে মদীনা মুহাররামুল হারাম ১৪৪০ হি:

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক আর তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে "মাসিক ফয়যানে মদীনা" ডাউনলোড করে পাঠ করুন এবং অপরকেও শিয়ার করুন।

এখানে এই কিতাবাদি ও পুস্তিকাসমূহ লাগিয়ে দিন .... ফয়যানে ফারূকে আযম .... ইমাম হাসানের কারামত .... ফয়যানে বাবা গঞ্জে শাকার .... মুফতিয়ে দাওয়াতে ইসলামী।

হযরত সায়্যিদুনা ইনইয়াস

عَلَيْهِ السَّلَام

(পর্ব: ৩)

আদনান আহমদ আত্তারী মাদানী

বাদশাহ সময় চাইলো:

বাদশাহ তাঁকে বলতে লাগলো: আপনি তো দলীল নিয়ে এসেছেন কিন্তু আপনি আমাদেরকে আজকের দিন সময় দিন, যাতে আমরা আপনার দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনা করতে পারি। তিনি (এটা বলে) ফিরে আসলেন যে, আগামীকাল আবার আসবো এবং দ্বীনের দাওয়াত দেবো। তিনি ফিরে আসার পর বাদশাহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের বাদশাহদের এবং ইহুদী আলিমদের সমবেত করলো আর বললো: তোমাদের এই পুরুষের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কি? ইহুদী আলিমরা বলতে লাগলো: আমরা এই পুরুষের গুণাবলী তাওরাতে পেয়েছি যে, তাঁকে নবী করে পাঠানো হবে এবং আগুন, পাহাড় ও বাঘ তাঁর অনুগত হবে। আর যে তাঁর আওয়াজ শুনবে, সে বিনয়ী হয়ে তাঁর অনুগত হয়ে যাবে।

(নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদব, ১৪/১১)

বাদশাহ বিশ্বাস করলো না:

কিছু ইহুদী আলিম বলতে লাগলো: হে বাদশাহ! ঐ আলিমরা মিথ্যা বলেছে, এই লোকটাতো যাদুকর। (আল্লাহর পানাহ) তুমি তাঁর ব্যাপারে ভয় পেয়ো না। (বাদশাহর মাথায় এই কথা বসে গেলো) সুতরাং সে যারা সত্য বলেছে,

সে সকল ইহুদী আলিমদের মারাত্মক শাস্তি দিলো এবং হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام এর ব্যাপারে মারাত্মক কর্ম পদ্ধতি অবলম্বন করলো।

(নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদব, ১৪/১২)

বাদশাহ আ-জাবের দূর্ভাগ্য:

বাদশাহ আ-জাব যে হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর ঈমান এনেছিলো, সেও তাঁর عَلَيْهِ السَّلَام বিরোধিতা শুরু করে দিলো। বাদশাহ আ-জাবের স্ত্রী বললো: হে বাদশাহ! তুমি ঈমান গ্রহণের পর সত্যিকার দ্বীন থেকে ফিরে গেছো কিন্তু আমি হযরত ইলইয়াসের দ্বীন থেকে ফিরবো না। এরপর তিনি বাদশাহ আ-জাব থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। (কাসাসুল আম্বীয়া লিল কাসায়ি, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

নুরানী স্তম্ভ:

হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام প্রসাদের পাশেই একটি ছায়াদান নির্মাণ করলেন, বাদশাহ আমিলের রানীও নেককার মহিলা ছিলেন, নিজের স্বামী থেকে লুকিয়ে গোপনে হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট পৌঁছলেন এবং রাতে তাঁকে অবলোকন করতে লাগলেন। তিনি আল্লাহ পাকের ইবাদতে ব্যস্ত ছিলেন, হঠাৎ রানী একটি নুরানি স্তম্ভ দেখতে পেলেন, যা ছায়াদান থেকে আসমান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে, এটা দেখে রানী তাঁর উপর ঈমান আনলো এবং তাঁর অনুগতদের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত হয়ে গেলো। বাদশাহ যখন জানতে পারলো তখন তাঁকে আগুনে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিলো, সিপাহীরা রানীকে আগুনে ফেলে দিলো। হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করলেন, তখন রানীকে আগুন কোন ক্ষতি করতে পারেনি। পরিশেষে বাদশাহ রানীকে মুক্ত করে দিলেন আর রানী তাঁর কাফের স্বামী থেকে আলাদা হয়ে গেলো।

(নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদব, ১৪/১২)

বাদশাহ আমিলের সৌভাগ্য:

এরপর বাদশাহর ছেলে মারা গেলো। বাদশাহ খুব কান্নাকাটি করলো এবং নিজের মিথ্যা উপাস্যগুলোর কাছে গিয়ে ফরিয়াদ করলো কিন্তু এর কোন উপকার হলো না (এবং ছেলে জীবিত হলো না) এটা দেখে তার মিথ্যা উপাস্যগুলোর উপর রাগ এসে গেলো, এরপর হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام এর দরবারে আসলো আর বলতে লাগলো: আমার ছেলে মারা গেছে এবং আমার খোদা তাকে জীবিত করতে পারবে না, আপনি কি এটার শক্তি রাখেন যে, তাকে জীবিত করে দিবেন? তিনি বললেন: এটা আমার প্রতিপালকের জন্য সহজ, এরপর তিনি আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করলেন, তখন ছেলে এটা বলতে বলতে জীবিত হয়ে গেলো যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর বান্দাহ ও রাসুল। এটা দেখে বাদশাহ তাঁর উপর ঈমান আনলো এবং বাদশাহী ছেড়ে দিয়ে তাঁর পেছনে চলতে লাগলো, অতঃপর সে সূফির পোষাক পরিধান করলো এবং আল্লাহ পাকের ইবাদতে মগ্ন হয়ে গেলো আর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল ছিলো। তাঁর ছেলে ও রানীর ইন্তিকাল হয়ে গেলো। হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام সম্প্রদায়কে সত্যিকার দ্বীনের প্রতি আহবান

করতে লাগলেন কিন্তু সম্প্রদায় দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করলো না এবং নিজেদের ভ্রষ্টতা ও কুফরীর উপর অটল রইল। (নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আরব, ১৪/১২)

বনী ইসরাইলের দুর্ভিক্ষ:

আল্লাহ পাক হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام কে ওহী প্রেরণ করলেন যে, বনী ইসরাইলের সম্প্রদায়কে দ্বীনের দাওয়াত দাও এবং আল্লাহ পাকের আযাবের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করাও যে, যদি ঈমান গ্রহণ না করে তবে আল্লাহ পাক বৃষ্টি বন্ধ করে দিবেন আর তাদেরকে দুর্ভিক্ষে লিপ্ত করবেন। তিনি সম্প্রদায়কে দ্বীনের দাওয়াত দিলেন কিন্তু সম্প্রদায় বললো: আমরা না তো আপনার উপর আর না আপনার প্রতিপালকের উপর ঈমান আনবো, যা করার করে নাও। পরিশেষে আল্লাহ পাক তাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দিলেন, ঝর্ণার পানি শুকিয়ে গেলো এবং গাছে ফল ধরা বন্ধ হয়ে গেলো, যা কিছু সাথে ছিলো সম্প্রদায় তা সবকিছু খেয়ে শেষ করে দিলো, এরপর গবাদি পশুর মাংস খেতে লাগলো, যখন এগুলোও শেষ হয়ে গেলো, তখন মৃত মানুষের মাংস খেতে লাগলো।

(নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আরব, ১৪/১২)

পাখি মাংস ও খাবার নিয়ে এলো:

এরপর আল্লাহ পাক হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন যে, তাদের নিকট যাও আর সত্য ধর্মের দাওয়াত দাও। হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام তাদের গ্রামের দিকে গেলেন, সর্বপ্রথম গ্রামে পৌঁছলে এক বৃদ্ধা মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার নিকট কি খাবার আছে? সে মিথ্যা উপাস্যের শপথ করে বললো: আমার খোদা বায়াল এর শপথ! এক দীর্ঘ কাল সময় অতিবাহিত হয়ে গেলো যে, আমি রুটি বানাইনি। তিনি বললেন: তাহলে আল্লাহ পাকের উপর ঈমান আনছো না কেনো? ঐ বৃদ্ধা বললো: আমার ছেলে ইয়াসা হযরত ইলইয়াসের দ্বীনের উপর রয়েছে আর আমি বুঝতে পারছি না যে, সে ঐ দ্বীনের প্রতি ঈমান আনার কারণে কোন উপকার পেয়েছে কি না। এখন সে ক্ষুধায় মৃত্যুর সন্নিকটে। এটা শুনে তিনি উচ্চ আওয়াজে বললেন: হে ইয়াসা! তুমি কি রুটি খেতে পছন্দ করো? ঘরের ভিতর থেকে ইয়াসা এক চিৎকার দিলো, আমার জন্য রুটি কোত্থেকে আসবে? এটা বলে ইয়াসার ইন্তিকাল হয়ে গেলো। বৃদ্ধা কান্না করতে লাগলো আর নিজের মুখে চড় মারতে লাগলো। (নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আরব, ১৪/১২) তিনি ঐ বৃদ্ধাকে বললেন: যদি আল্লাহ পাক তোমার ছেলেকে জীবিত করে দেন এবং তোমার পছন্দ অনুযায়ী খাবার দিয়ে দেন তবে তুমি কি আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে? বৃদ্ধা বললো: জ্বী, হ্যাঁ। আমি আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবো। তিনি দাড়িয়ে গেলেন এবং দু'রাকাত নামায পড়লেন এরপর আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করলেন তখন ঐ বৃদ্ধার ছেলে জীবিত হয়ে গেলো আর কালেমা পড়তে লাগলো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং হযরত ইলইয়াস তাঁর বান্দা ও রাসুল। এটা দেখে ঐ

বৃদ্ধাও আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়ন করলো। ঐ মূহুর্তে একটি পাখি একটি বড় থালা নিয়ে উপস্থিত হলো, সেখানে মাংস ও খাবার ছিলো, যা তারা উভয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে খেলো। এরপর ঐ মুমিনা বৃদ্ধা বাইরে বের হলো এবং নিজের সম্প্রদায়কে পুরো বিষয়টি বলে ভীতি প্রদর্শন করলো, কিন্তু সম্প্রদায়ের লোকেরা ঐ ঈমানদার মহিলাকে গলা টিপে শহীদ করে দিলো। (নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আরব, ১৪/১৩)

বৃদ্ধা মুমিনা জীবিত হয়ে গেলো:

মায়ের শাহাদাতে ছেলে হযরত ইয়াসা খুবই কষ্ট পেলেন, এটা দেখে তিনি বললেন: আল্লাহ পাক অতিসত্বর তোমার মাকে জীবিত করে দিবেন এবং তোমরা উভয় মা ছেলেকে এই সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বানিয়ে দিবেন। এরপর তিনি তার সম্প্রদায়ের নিকট গেলেন তখন দেখলেন যে, সবাই ঐ ঈমানদার মহিলার লাশের পাশে জমা হয়ে আছে আর তাকে খেতে চাচ্ছে। তিনি নিজের আওয়াজ উচ্চ করে তাদেরকে ডাক দিলেন তখন সবাই এদিক সেদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো আর বলতে লাগলো: তুমি নিশ্চয় (হযরত) ইলইয়াস। তিনি আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করলেন তখন আল্লাহ পাক ঐ বৃদ্ধা ঈমানদার মহিলাটিকে জীবিত করে দিলেন।

(নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আরব, ১৪/১৩)

ইসলামের আলোকিত শিক্ষা

সম্মান বজায় রাখার প্রতি খেয়াল রাখুন (পর্ব: ২)

মাওলানা আবু ওয়াসিফ আত্তারী মাদানী

সম্মান বজায় রাখার কার্যতঃ বহিঃপ্রকাশ:

রাসুলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم না শুধু মৌখিকভাবে সম্মান বজায় রাখার কথা বলেছেন বরং কার্যতভাবে অনেকবার এর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। নিজের কথা ও কর্ম উভয়ের মাধ্যমে শিখিয়েছেন যে, মানুষকে তার অবস্থা অনুসারে সম্মান দিতে হবে। তার দ্বীনি বা দুনিয়াবি পদবী অনুসারে গুরুত্ব দিবে এবং অন্যান্য লোকদের তুলনায় বেশি সম্মান করবে। যেমনিভাবে হযরত সাদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আসার কারণে সর্বশেষ নবী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আনসারদের ইরশাদ করলেন: قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের সর্দারের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাও।

(বুখারি, ৪/১৭৪, হাদীস: ৬২৬২)

এখানে হুযুরে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গোত্রের লোকদেরকে তাদের সর্দারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়েছেন এবং তাদেরকে বুঝিয়েছেন যে, যে বড় তাকে তার অবস্থানে রাখো। এছাড়াও তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিছু লোকের সম্মান প্রদর্শনের জন্য এবং লোকদের মাঝে তাদের অবস্থানের কথা খেয়াল রেখে স্বয়ং নিজে দাঁড়িয়ে তাদেরকে স্বাগতম জানিয়েছেন। হাকিমুল উম্মত মুফতী

আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত ইকরামা বিন আবু জাহেল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এবং হযরত আদি বিন হাতেম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর আগমনে তাদের সম্মানার্থে দাঁড়িয়েছেন। (মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৩৭০) আর উভয় জগতের শাহজাদি, খাতুনে জান্নাত সায়্যিদায়ে কায়েনাত হযরত ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর জন্য তো রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বারংবার দাঁড়িয়েছেন। উল্লেখিত হাদীসগুলো সম্মান বজায় রাখার কার্যত বহিঃপ্রকাশের বর্ণনা দিচ্ছে।

কোন এক প্রেক্ষাপটে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আসলেন। তিনি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকটে আসতে চাইলেন, লোকেরা তাঁর জন্য জায়গা প্রশস্ত করতে দেরী করলো, তখন নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করলো না আর বড়দের সম্মান করলো না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (তিরমিযী, ৩/৩৬৯, হাদীস: ১৯২৬) বর্ণিত রয়েছে যে, একবার নবী করিম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের ঘরে অবস্থানরত ছিলেন, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলো, এমনকি ঘর মোবারক ভর্তি হয়ে গেলো আর তাতে কোন জায়গা অবশিষ্ট ছিলো না। এরি মধ্যে হযরত জারির বিন আব্দুল্লাহ বাজলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আসলেন তখন ঘরের ভেতর জায়গা না থাকার কারণে দরজার সামনেই বসে গেলেন, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লক্ষ্য করলেন, তখন নিজের চাদর মুড়িয়ে তাঁর দিকে ছুড়ে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: এর উপর বসে যাও। তিনি চাদরটি নিজের চেহেরার উপর রাখলেন আর একে চুম্বন করতে করতে কাঁদতে লাগলেন, এরপর চাদর মুড়িয়ে প্রিয় নবীর দরবারে দিয়ে দিলেন এবং আরয করলেন: আমার কি যোগ্যতা রয়েছে যে, আমি আপনার চাদরের উপর বসবো। যেমনিভাবে আপনি আমাকে সম্মান দিয়েছেন আল্লাহ পাক আপনার সম্মান আরো বাড়িয়ে দিন। এটা শোনে প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডানে বামে তাকালেন এবং ইরশাদ করলেন: اِذَا اَتَاكُمْ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَاَكْرِمُوْهُ অর্থাৎ যখন তোমাদের নিকট কোন সম্প্রদায়ের সম্মানিত লোক আসে তবে তাকে সম্মান দাও।

(ইবনে মাজাহ, ৪/২০৮, হাদীস: ৩৭১২। ইহইয়াউল উলুম, ২/৭১৯)

মূল্যবান পোষাক ও ১০০ দীনার দান করলেন:

এক ব্যাক্তি মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং আরয করলো: হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার নিকট আমার একটি কাজ রয়েছে, যা আপনার সামনে উপস্থাপন করার পূর্বে আমি আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করে দিয়েছি। যদি আপনি আমাকে সেই কাজটি করে দেন তবে আমি আল্লাহ পাকের প্রশংসা করবো এবং আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো আর যদি আপনি সেই কাজটি পূর্ণ না করেন তবুও আমি আল্লাহ পাকের প্রশংসা করবো এবং আপনার ত্রুটি মনে করবো না। মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বললেন: "তোমার যা প্রয়োজন তা জমিনে লিখে দাও, আমি তোমার চেহারায় হাত বুলানোর মূল্যহীনতা দেখতে চাই না।" লোকটি লিখলো:

"আমি অভাবী।" আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এটা দেখে বললেন: "আমার নিকট একটি মূল্যবান পোষাক আনা হোক।" পোষাক আনা হলো। লোকটি সেটা নিয়ে পরিধান করলো। এরপর এই কাব্যটি বললো:

كَسَوْتَنِیْ حُلَّةً تَبْلٰی مَحَاسِنُهَا
فَسَوْفَ اَكْسُوْكَ مِنْ حُسْنِ الثَّنَا حُلَلًا
اِنْ نِلْتَ حُسْنَ ثَنَائِیْ نِلْتَ مَكْرُمَةً
وَلَسْتَ تَبْغِیْ بِمَا قُلْتُهٗ بَدَلًا
اِنَّ الثَّنَاءَ لَیُحْیِیْ ذِكْرَ صَاحِبِهٖ
كَالْغَیْثِ یُحْیِیْ نَدَاهُ السَّهْلَ وَالْجَبَلَا
لَا تَزْهَدِ الدَّهْرَ فِیْ خَیْرٍ تُوَافِقُهٗ
فَكُلُّ عَبْدٍ سَیُجْزٰی بِالَّذِیْ عَمِلَا

অনুবাদ: আপনি আমাকে একটি পোষাক পরিধান করালেন, এর সৌন্দর্য্যতা শেষ হয়ে যাবে। আমি আপনার ভালো প্রশংসার পোষাক পরিধান করছি। যদি আপনি আমার সুন্দর প্রশংসা কবুল করেন তাহলে একটি দান কবুল করছেন অথচ বিনিময়ে আমার বলা কথার আপনার চাওয়া নেই। নিঃসন্দেহে প্রশংসা তো প্রশংসিত লোকদের আলোচনা এইভাবেই বাঁচিয়ে রাখে যেভাবে বৃষ্টি জমিন ও পাহাড়কে জীবন দিয়ে থাকে। অনুকুলে আসা কল্যাণের ব্যাপারে দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ো না যে, প্রতিটি বান্দাকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে।

এই কবিতা শোনে হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "স্বর্ণমুদ্রা আনা হোক।" অতঃপর ১০০ স্বর্ণমুদ্রা আনা হলো, তখন তিনি তাও ঐ অভাবীকে দিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী আসবাগ বিন নাবাতা বলেন: আমি আরয করলাম: "আমিরুল মুমিনীন! মূল্যবান পোষাক ও ১০০ স্বর্ণমুদ্রা উভয়ই?" বললেন: হ্যা, আমি রাসুলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, "اَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ অর্থাৎ লোকদের তাদের মর্যাদা অনুসারে আচরন করো।" আর আমার নিকট এই লোকটি এই মর্যাদারই।

(কানযুল উম্মাল, ৬/২৬৮, হাদীস: ১৭১৪২)

ইতিহাসের পাতা থেকে

কারবালার ময়দানে ইমাম হোসাইনের খুতবা

মাওলানা ফরমান আলী আত্তারী মাদানী

এমনিতে তো পবিত্র আহলে বাইত এবং বিশেষ করে শাহজাদা ও মুস্তফার নাতি, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর স্মৃতি সর্বদা ঈমানদারদের অন্তরে সতেজ থাকে, কিন্তু মুহাররামুল হারাম মাস বিশেষভাবে তাঁর শান ও মহত্ব এবং আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আজ থেকে হাজারো বছর পূর্বে একষট্টি (৬১) হিজরীতে ইসলামের ইতিহাসে সত্য ও মিথ্যার মাঝে একটি মহান যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাকে কারবালার ঘটনা নামে স্মরণ করা হয়।

সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বরকতময় সত্তা অন্যান্য হাজারো গুণাবলী ও পরিপূর্ণতার পাশাপাশি "উদারতা" এর গুণেও গুণান্বিত ছিলো, এমনকি কারবালার ময়দানে যখন শত্রুরা প্রাণ কেড়ে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, তখনও তিনি যেই খুতবা দিয়েছেন তার প্রতিটি শব্দে তাঁর উদারতার ঝলক ফুটে ওঠে। কারবালার ময়দানে দলিল পূর্ণ করার জন্য হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর ঘোড়ায় আরোহন করে এজিদী বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাদের সম্বোধন করে বললেন:

হে লোক সকল! আমার কথা শোনো এবং তাড়াহুড়ো করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে ঐ বিষয়ে উপদেশ দিবো না যে, যা আমার জন্য আবশ্যক হয়ে গেছে এবং আমার আসার কারণ বর্ণনা করবো না।

অতএব যদি তোমরা আমার যুক্তি মেনে নাও, আমার কথার সত্যতা স্বীকার করো এবং আমার ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণতা করো, তবে তোমরা এ

ব্যাপারে সফল হবে এবং তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে কোনো প্রশ্নও করা হবে না।

হ্যাঁ! যদি তোমরা আমার কথা না মানো, তবে শোনে নাও! অতঃপর এই আয়াতে মুবারকা তিলাওয়াত করলেন:

فَاَجْمِعُوْۤا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْۤا اِلَیَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿۷۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং তোমরা সম্মিলিত হয়ে কাজ করো এবং নিজেদের মিথ্যা উপাস্যগুলো সহকারে তোমাদের কাজ পাকাপাকি করে নাও। পরে যেন তোমাদের কাজের মধ্যে তোমাদের কোন সংশয় না থাকে। অতঃপর (তোমাদের পক্ষে) যা সম্ভবপর হয় আমার সম্বন্ধে করে নাও! এবং আমাকে অবকাশ দিও না।

(পারা ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত ৭১)

اِنَّ وَلِیِّیَ اللّٰهُ الَّذِیْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۚ وَهُوَ یَتَوَلَّى الصّٰلِحِیْنَ ﴿۱۹۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আমার অভিভাবক আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি সৎকর্মপরায়নদেরকে ভালবাসেন। (পারা ৯, সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৯৬)

এই আয়াত তিলাওয়াত করার পর তিনি আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা ঘোষণা করার পর (ঐ এজিদীদের উদ্দেশ্যে) বললেন: তোমরা আমার সম্পর্কের বিষয়টি ভাবো যে, আমি কে...? তোমাদের জন্য কি আমাকে হত্যা করা সঠিক...? আমি কি তোমাদের নবীর নাতি নই...? সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কি আমার পিতার চাচা নন...? হযরত সায়্যিদুনা জাফর তাইয়্যার رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কি আমার চাচা নন...? তোমাদের নিকট কি আমার ও আমার ভাইয়ের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই ইরশাদ পৌঁছায়নি যে, তোমরা উভয়ে জান্নাতের যুবকদের সর্দার...? যদি আমার কথার সত্যতা স্বীকার করো (তবে শোনে নাও) যে, এটাই হলো সত্যি, কেননা আমি তখন থেকেই মিথ্যা বলিনি, যখন থেকে জেনেছি যে, মিথ্যা আল্লাহ পাকের খুবই অপছন্দ আর যদি তোমরা আমাকে অস্বীকার করো, তবে হযরত সায়্যিদুনা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, আবু সাঈদ, সাহল ইবনে সা'দ, যায়িদ ইবনে আরকাম বা আনাস (رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین) থেকে জিজ্ঞাসা করে নাও, কেননা তাঁরা সকলেই রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে (আমার সম্পর্কে) এই গুণাবলী শুনেছেন। আমার এই উপদেশে তোমাদের জন্য কি এমন কোন বিষয় নেই, যা তোমাদেরকে আমার রক্ত প্রবাহিত করতে বাধা দিতে পারে...?

অতঃপর তিনি বললেন: যদি তোমাদের আমার কথায় বা আমার সম্পর্কে নবীর নাতি হওয়াতে কোন সন্দেহ থাকে, তবে আল্লাহর শপথ! পূর্ব ও পশ্চিমে আমি ব্যতীত তোমাদের মধ্যে বা তোমরা ছাড়া অন্য কোন জাতির মধ্যে নবীর কোন নাতি বিদ্যমান নেই। বলো তো তোমরা কি আমার নিকট নিজেদের কারো হত্যা প্রতিশোধ নিতে চাও নাকি আমি তোমাদের সম্পদ নষ্ট করেছি যে, এর বিনিময়ে সম্পদ চাও নাকি তোমাদের আঘাতের কিসাস (প্রতিশোধ) চাও (কিসের প্রতিশোধ চাও)...?

ঐ দূর্ভাগারা চুপ রইলো, তিনি বললেন: হে শাবচ ইবনে রিবয়ী, হে হাজ্জার ইবনে আবজার, হে কায়েস ইবনে আশআচ, হে যায়িদ ইবনে

হারিস! তোমরা কি আমাকে চিঠি পাঠিয়ে ডাকোনি?

তারা মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং বলল: আমরা তো এমনটি করিনি।

তিনি বললেন: কেন নয়, আল্লাহর শপথ! তোমরাই তো এটা করেছিলে। অতঃপর বললেন: হে লোকেরা! তোমরা যদি আমার বাইয়াত করা পছন্দ না করো তবে আমাকে ছেড়ে দাও, যাতে আমি কোন নিরাপদ স্থানে চলে যেতে পারি।

দূর্ভাগা কায়েস বিন আশআচ বললো: আপনি ইবনে যিয়াদের আদেশের কাছে নতি স্বীকার করে নিন (তবেই আপনি মুক্তি পেতে পারেন)।

তিনি বললেন: আল্লাহর শপথ! আমি কখনই তার বাইয়াত হবো না। আল্লাহর বান্দারা! আমি এ বিষয়ে আমার এবং তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে, তোমরা আমাকে পাথর নিক্ষেপ করবে। আমি তোমাদের ও আমার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, ঐ সকল অহংকারীদের থেকে, যারা হিসাব দিবসকে বিশ্বাস করে না। (আল কামিলু ফিত তারিখ, ৩/৪১৮-৪১৯)

দূর্ভাগা এজিদীরা মুস্তফার নাতীর এই উদার খুতবার উত্তর তীব্র যন্ত্রণা ও কষ্ট দিয়ে দিলো, কিন্তু তাঁকে বিপদের আধিক্য সত্য থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি এবং তাঁর দৃঢ় সংকল্প ও অটলতায় কোনরূপ হ্রাস পায়নি, সত্য ও ন্যায়ের সমর্থক বিপদের ভয়ানক উপত্যাকায় ভীত হননি এবং বিপদসঙ্কুল ঝড়ের বন্যাও তাঁর অবিচলতায় কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করেনি, দ্বীনের প্রেমিক দুনিয়ার দুর্যোগকে পাত্তাই দিলেন না।

যদি তিনি এজিদের বাইয়াত হতেন, তবে সেই পুরো সেনাবাহিনী তাঁর কদমের নিচে থাকত, তাঁকে সম্মান করা হত, ধনভান্ডারের মুখ খুলে দেয়া হত এবং দুনিয়ার ধন-সম্পদ তাঁর কদমে বিলিয়ে দেয়া হত, কিন্তু যাঁর অন্তর দুনিয়ার ভালোবাসা শূন্য হয় এবং দুনিয়ার অস্থায়ীত্বের রহস্য যাঁর নিকট স্পষ্ট হয়, সে দুনিয়ার প্রদর্শনীয় রং ও রূপের দিকে কেনো তাকাবে।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দুনিয়ার আরাম আয়েশ তাদের মুখে ছুড়ে মারলেন এবং সত্যের পথে আসা বিপদকে আনন্দচিত্তে স্বাগত জানালেন আর এত বিপদাপদ সত্ত্বেও এজিদের মতো ফাসিকে মুলিন (অর্থাৎ প্রকাশে গুনাহকারী) ব্যক্তির বাইয়াত গ্রহণের বিষয়টিও নিজের বরকতময় অন্তরে আসতে দেননি, নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করে দেয়াকে মেনে নিয়েছেন, কিন্তু মুসলমানদের ধ্বংস ও পদস্খলনকে মেনে নেননি এবং ইসলামের সম্মানে দাগ লাগতে দেননি, আল্লাহর শপথ! কারবালার ময়দানে কারবালাবাসীদের ইসলামের স্বার্থে নিজেদের প্রাণের উপহার প্রদান করা, কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানদের জন্য অনেক বড় একটি অনুগ্রহ ছিলো। এ ছাড়াও এসকল মনিষীদের চরিত্রের অনেক দিকই মুসলমানদের জন্য অনুকরণীয় নমুনা হিসেবে রয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে দ্বীনের জন্য সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করার তৌফিক দান করুক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

কিছু নেকী অর্জন করে নিন

জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রদানকারী নেকী

(২য় ও শেষ পর্ব)

মাওলানা মুহাম্মদ নাওয়ায আত্তারী মাদানী

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং যাকে আগুন থেকে রক্ষা করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে, সে উদ্দেশ্যস্থলে পৌঁছে গেছে। (পারা ৪, আলে ইমরান, আয়াত ১৮৫)

মুত্তাকী লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নেয়া হবে এবং অত্যাচারীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, যেমনটি আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

ثُمَّ نُنَجِّی الَّذِیْنَ اتَّقَوْا وَّ نَذَرُ الظّٰلِمِیْنَ فِیْهَا جِثِیًّا ﴿۷۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর আমি ভয়সম্পন্নদেরকে উদ্ধার করে নেবো এবং অত্যাচারীদেরকে তাতে ছেড়ে দেবো নতজানু অবস্থায়। (পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৭২)

জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রদানকারী নেকী সমূহের ব্যাপারে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৮টি বাণী পড়ুন:

(১) দোযখ থেকে দূরকারী ৫টি ভিন্ন ভিন্ন নেকী

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এক গ্রাম্য লোক উপস্থিত হয়ে আরয করলো: আমাকে এমন আমল সম্পর্কে জানান, যা আমাকে জান্নাতের কাছাকাছি এবং জাহান্নাম থেকে দূর করে দিবে। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এই দুটি (অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নাম) কি তোমাকে আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে? সে আরয করলো: জি হ্যাঁ। ইরশাদ করলেন: তুমি ন্যায়সঙ্গত কথা বলো এবং যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত তা সদকা করে দাও। সে আরয করলো: আমার সর্বদা ন্যায়সঙ্গত কথা বলার এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সদকা করার সামর্থ্য নেই। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: মানুষকে খাবার খাওয়াও এবং সালাম প্রসার করো। সে আরয করলো: এটাও খুব কঠিন। ইরশাদ করলেন: তোমার নিকট কি উট আছে? সে আরয করলো: জি হ্যাঁ। ইরশাদ করলেন: তোমার উটের মধ্য থেকে বোঝা বহনে

সক্ষম একটি উট এবং পানির মশক নাও আর এমন পরিবার খুঁজো, যারা একদিন পরপর পানি পান করে, তাদেরকে পানি পান করাও, তবে হয়তো তোমার উট মারা যাওয়ার এবং তোমার মশক ছিড়ে যাওয়ার পূর্বেই তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। অতঃপর সেই গ্রাম্য লোকটি তাকবীর (অর্থাৎ اَللّٰهُ اَكْبَرُ) বলতে বলতে চলে গেলো। তো তার উট মারা যাওয়া এবং মশক ছিড়ে যাওয়ার আগেই তাঁকে শহীদ করে দেয়া হলো। (মু'জামুল কবীর, ১৯/১৮৭, হাদীস ৪২২)

(২) ফজর ও মাগরিবের পর সাতবার বলো!

"যখন মাগরিবের নামায পড়ে নিবে তখন সাতবার বলো "اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ", যদি তুমি এটি বলো এবং সেই রাতে যদি তোমার ইন্তিকাল হয়ে যায় তবে তোমার জন্য আগুন থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হবে। অতঃপর ইরশাদ করেন: যখন ফজরের নামায আদায় করে নিবে তখন সাতবার এভাবেই বলো। যদি সেইদিন তোমার ইন্তিকাল হয়ে যায় তবুও তোমার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হবে। (আবু দাউদ, ৪/৪১৫, হাদীস ৫০৭৯)

(৩) জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রদানকারী বাক্য

যে কেউ সকালে বা সন্ধ্যায় (একবার) এরূপ বলে:

"اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَصْبَحْتُ اُشْهِدُكَ وَاُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ
وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ"

আল্লাহ পাক তার এক চতুর্থাংশকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন, যে ব্যক্তি দুইবার এই বাক্য বলবে, তার অর্ধেক অংশ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেয়া হবে, যে ব্যক্তি তিনবার বলবে তার চার ভাগের তিন ভাগ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেয়া হবে আর যদি কেউ চারবার এই বাক্য বলে, তবে আল্লাহ পাক তার পুরো শরীরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন।

(আবু দাউদ, ৪/৪১২, হাদীস ৫০৬৯)

(৪) একশত বার দরুদে পাক

"যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদে পাক পাঠ করলো, আল্লাহ পাক তার প্রতি ১০টি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং যে ব্যক্তি আমার উপর ১০ বার দরুদে পাক পাঠ করলো, আল্লাহ পাক তার প্রতি ১০০টি রহমত অবতীর্ণ করেন আর যে ব্যক্তি আমার উপর ১০০ বার দরুদে পাক পাঠ করলো, আল্লাহ পাক তার দুই চোখের মাঝখানে নিফাক (অর্থাৎ কপটতা) ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি উভয়টি লিখে দেন এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন।"

(মু'জামুল আওসাত, ৫/২৫২, হাদীস ৭২৩৫)

(৫) সাওয়াব অর্জনের জন্য ৭ বছর আযান দেয়া

"যে ব্যক্তি শুধুমাত্র সাওয়াব অর্জনের জন্য সাত বছর আযান দেয়, তার জন্য দোযখ থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হয়।" (তিরমিযী, ১/২৪৮, হাদীস ২০৬)

(৬) জামাআত সহকারে ফজর ও ইশার নামায আদায় করা

"যে ব্যক্তি ফজর ও ইশার নামায জামাআত সহকারে পড়লো এবং জামাআতে কোন রাকাত ছুটে যায়নি, তবে তার জন্য দুটি মুক্তি লিখে দেয়া হয়, জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং নিফাকী (অর্থাৎ মুনাফেকী) থেকে মুক্তি।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৬২, হাদীস ২৮৭৫)

(৭) খোদাভীতির কারণে প্রবাহিত হওয়া অশ্রুর মর্যাদা

"যে মুমিনের চোখ থেকে খোদাভীতির কারণে অশ্রু প্রবাহিত হয়, যদিও তা মাছির মাথার সমানও হয়, অতঃপর সেই অশ্রু তার চেহারায় পৌঁছে যায়, তবে আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন।"

(ইবনে মাজাহ, ৪/৪৬৭, হাদীস ৪১৯৭)

(৮) তাকবীরে উলার সহিত ৪০ দিন জামাআত সহকারে নামায

"যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের জন্য চল্লিশদিন "তাকবীরে উলা"র সহিত জামাআত সহকারে নামায পড়ে, তার জন্য দুটি মুক্তি লিখে দেয়া হবে, (জাহান্নামের) আগুন থেকে মুক্তি এবং নিফাক (অর্থাৎ মুনাফেকী) থেকে মুক্তি।" (তিরমিযী, ১/২৭৪, হাদীস ২৪১) মনে রাখবেন! তাকবীরে উলা নামায শুরু করার সময় বলা প্রথম তাকবীরকে বলা হয়, একে তাকবীরে তাহরীমাও বলা হয়। এই হাদীসে পাকের আলোকে হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه লিখেন: অর্থাৎ এই আমলের (অর্থাৎ চল্লিশ দিন জামাআত সহকারে নামায পড়ার) বরকতে এই ব্যক্তি দুনিয়ায় মুনাফিকদের কাজ থেকে নিরাপদ থাকবে, তার একনিষ্ঠতা নসীব হবে, কবর ও আখিরাতে আযাব থেকে মুক্তি পাবে। তাকবীরে তাহরীমা পাওয়ার অর্থ হলো যে, ইমামের কিরাত শুরু হওয়ার পূর্বে মুক্তাদী "سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ" (সম্পূর্ণ) পাঠ করে নিবে। (মিরআতুল মানাজীহ, ২/২১১) বাহারে শরীয়ত ১ম খণ্ডের ৫৭১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: (ইমামের সাথে) প্রথম রাকাতের রুকু পেয়ে গেলো তবে তাকবীরে উলার ফযিলত পেয়ে গেলো। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরি, ১/৬৯) আল্লাহ পাক আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য উল্লেখিত নেকী সমূহের উপর আমল করার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইতিহাসের পাতা

মদীনায়ে তায়্যিবার মুবারক মসজিদসমূহ (পর্ব: ০২)

মাওলানা আসিফ ইকবাল আত্তারী মাদানী

মসজিদসমূহ হলো ইসলামের নিদর্শন, ইসলামী দূর্গ, দ্বীনি মারকায ও ইসলাম প্রচার - প্রসারের মূল প্রতিষ্ঠান, মদীনায়ে মুনাওয়ায় মসজিদে নববী শরীফ ছাড়াও কতিপয় বিশেষ মসজিদ মর্যাদার অধিকারী যেগুলোর আলাদা একটি বিশেষত্ব রয়েছে, এগুলোর সাথে অনেক সুন্দর ও ঈমান উদ্দীপক স্মৃতি সম্পৃক্ত রয়েছে। কিছু কিছু বরকত সম্পন্ন ও স্মরণীয় মসজিদসমূহের আলোচনা এখানে করা হচ্ছে:

(১) মসজিদে নববী: ঐ মসজিদ যেটার নির্মাণকাজে ইমামুল আম্বিয়া হযরত আহমদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্ব-শরীরে অংশ নিয়েছেন, সেটাতে এক (রাকাত) নামাযের সাওয়াব ৫০ হাজার রাকাতের সমান।

(ইবনে মাজাহ, ২/১৭৬, হাদিস: ১৪১৩)

এতে ৪০ (রাকাত) নামায আদায়কারীর জন্য দোযখ ও মুনাফেকি থেকে মুক্তির সুসংবাদ রয়েছে, (মুসনাদে আহমদ, ৪/৩১১, হাদিস: ১২৫৮৪) এতে একটি জুমা (আদায় করা) মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদে এক হাজার জুমা আদায় করার চেয়ে এবং তাতে এক রমযান অতিবাহিত করা অন্যান্য মসজিদে এক হাজার রমযান অতিবাহিত করার চেয়ে উত্তম (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৪৮৬ পৃ:, হাদিস: ৪১৪৭) আর সেখানে দোয়া কবুল হয়ে থাকে বিশেষ করে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুআজাহার মধ্যে, ইমাম ইবনে জুযরী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: সেখানে দোয়া কবুল না হলে কোথায় কবুল হবে! (আল হুসনুল হাসীন, আমাকিনুল ইজাবাত, ৩১ পৃ:) তদ্রুপ মিম্বরে আতহার ও মসজিদে আকদসের স্তম্ভের নিকটও (দোয়া কবুল হয়ে থাকে)।

(ফাযায়িলে দোয়া, ১৩৩-১৩৫ পৃ:)

(২) মসজিদে কুবা: বরকত সম্পন্ন এই মসজিদটি মদীনায়ে তায়্যিবা থেকে তিন কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কুবা নামক এলাকায় অবস্থিত, আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে সূরা তাওবা, আয়াত নাম্বার ১০৮ এ এটার শান ও মর্যাদা বর্ণনা করেন, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটার ভিত্তি স্থাপন করেন, তিনি প্রত্যেক সপ্তাহে কখনো পায়ে হেঁটে আবার কখনো বাহনে করে মসজিদে কুবায় তাশরিফ নিতেন। (বুখারি, ১/৪০২ পৃ:, হাদিস: ১১৯৩) এটাতে নামায আদায়কারী ওমরার সাওয়াব পায়। (তিরমিযী, ১/৩৪৮ পৃ:, হাদিস: ৩২৪) আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: যদি এই মসজিদ দূর দূরান্ত এলাকায় হতো তবুও আমরা উটের কলিজা ফানা করে ফেলতাম (অর্থাৎ আমরা সেটার যিয়ারত করার জন্য অবশ্যই সফর করতাম)। (কানযুল উম্মাল, ৭/৬২ পৃ:, হাদিস: ৩৮১৭৪)

(৩) মসজিদে ফাতাহ: মদীনা শরীফের উত্তর-পশ্চিম দিকে সালা পাহাড়ের পাশে পাঁচটি মসজিদ অবস্থিত রয়েছে যেগুলোর মধ্যে মসজিদে "ফাতাহ" হলো একটি। আহযাব যুদ্ধের সময় রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে ফাতায় সোম, মঙ্গল, বুধ তিনদিন মুসলমানদের বিজয় ও সাহায্যের জন্য দোয়া করেন তো বুধবারের দিন যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে বিজয়ের সুসংবাদ মিলেছে। হযরত জাবের رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: যখন আমাদের বিপদ আসতো তখন মসজিদে ফাতায় গিয়ে দোয়া করতাম তো বিপদ দূর হয়ে যেতো।

(মুসনাদে আহমদ, ৫/৮৭ পৃ:, হাদিস: ১৪৫৬৯)

(৪) মসজিদে গমামা: মদীনায়ে মুনাওয়ারার উঁচু গম্বুয বিশিষ্ট একটি খুব সুন্দর মসজিদ, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ২ হিজরীতে সেই ময়দানে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায আদায় করেন, সেই স্থানে নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন তো তৎক্ষণাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেলো আর বৃষ্টি বর্ষণ হওয়া শুরু হয়ে গেলো। হযরত ওমর বিন আব্দুল আযিয رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ সেখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন যেটার নাম গমামা রাখলেন কেননা মেঘকে আরবিতে গমামা বলা হয়।

(আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা, ২৯৯ পৃ:)

(৫) মসজিদে ইজাবা: এই মসজিদটি জান্নাতুল বাকীর উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এখানে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার দুই রাকাত নামায আদায় করেছেন আর তিনটি দোয়া করেছেন, প্রথম দুইটি দোয়া কবুল হয়েছে আর তৃতীয়টি আটকে রাখা হলো। সেই তিনটি দোয়া হলো: (১) হে আল্লাহ পাক! আমার উম্মত যেনো দুর্ভিক্ষের কারণে ধ্বংস হয়ে না যায়। (২) হে আল্লাহ পাক! আমার উম্মত যেনো পানিতে ডুবে ধ্বংস হয়ে না যায়। (৩) হে আল্লাহ পাক! আমার উম্মত যেনো পরস্পর ঝগড়া বিবাদ না করে।

(মুসলিম, ১১৮৩, হাদিস: ৭২৬০)

(৬) মসজিদে সিজদা: এটি সেই স্থানে অবস্থিত যেখানে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনেক লম্বা সিজদা করেন, এখানে হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام এই সুসংবাদ দেন যে, আপনি কি এতে সন্তুষ্ট নন যে আল্লাহ পাক বলেন যেই (ব্যক্তি) আপনার উপর দরুদে পাক পাঠ করবে তার উপর আমি রহমত অবতীর্ণ করবো আর যে আপনার উপর সালাম প্রেরণ করবে আমি তার উপর নিরাপত্তা নাযিল করবো।

(মুসনদে আহমদ, ১/৪০৬ পৃ:, হাদিস: ১৬৬২)

(৭) মসজিদে মিসতারাহ: উহুদের দিকে যেতে মেইন রোডে অবস্থিত, উহুদ যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম অর্থাৎ আরাম করেছিলেন, এজন্য এটাকে মিসতারাহ বলা হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই মসজিদটিকে বনি হারিছা বলা হতো কেননা ওখানে বনি হারিছা গোত্রের বসতি ছিলো। হযরত হারিছ বিন সা'দ উবাইদ হারিছি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের মসজিদে নামায আদায় করেছিলেন। **(ওয়াফাউল ওয়াফা, ২/৪০০ পৃ:)**

(৮) মসজিদে জুমা: হিজরতের সময় যখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোবা শরীফ থেকে অবসর হয়ে মদীনায়ে মুনাওয়ারা রওনা হলেন, দিন অনেক হয়ে গিয়েছিলো, তারই মধ্যে বনি সালিম বিন আউফে জুমার নামাযের সময় হয়ে গেলো তো তিনি সাহাবায়ে কেরামদের সাথে নিয়ে প্রথম জুমা আদায় করেন, যেখানে নামায আদায় করেন সেখানে মসজিদ বানানো হয়েছে এবং সেটার নাম রাখা হয় মসজিদে জুমা।

(যুরকানী আলাল মুয়াত্তা, ১/৩৩৬ পৃ:)

(৯) মসজিদে যুলহুলায়ফা: এই মসজিদটি সেই স্থানে অবস্থিত যেটাকে বর্তমান আবয়ার আলী বলা হয়, এটি মদীনাবাসীদের মিকাত, ঐ মসজিদের পুরাতন নাম হলো শাজারাহ। রাসূল পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন মক্কায়ে মুকাররমা তাশরিফ নিয়ে যেতেন তখন মসজিদে শাজারায় নামায আদায় করতেন আর যখন পূনরায় তাশরিফ আনতেন তখন যুলহুলায়ফায় নামায আদায় করতেন আর সকাল পর্যন্ত ওখানে অবস্থান করতেন। **(বুখারি, ১/৫১৬ পৃ:, হাদিস: ১৫৩৩)** মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে রয়েছে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যুলহুলায়ফায় রাত কাটিয়েছেন আর সেটার মসজিদে নামায আদায় করেছেন। **(মুসলিম, ৬০৭ পৃ:, হাদিস: ১১৮৮)** আরেকটি বর্ণনা অনুযায়ী বিদায় হজ্বের জন্য তাশরিফ নেয়ার সময়

ওখানকার মসজিদে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। (মাগাযি লিল ওয়াকাদী, ৩/১০৮৯, ১০৯০ পৃ:)

(১০) মসজিদে কিবলাতাইন: এটি আকিক্ব উপত্যকার ময়দান "আল আরসা" এর নিকটবর্তী অবস্থিত, হযরত ওসমানে গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কূপ বিরে রুমা সেই মসজিদের ডান দিকে অবস্থিত। পূর্বে এই মসজিদটি বনু সালিম নামে পরিচিত ছিলো, হিজরতের ১৭তম মাসে ১৫ রজবুল মুরাজ্জব, শনিবার রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সেখানে মাত্র যোহরের দুই রাকাত নামায আদায় করেছিলেন তখনই কিবলা পরিবর্তনের হুকুম দেয়া হয় তো নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অবশিষ্ট দুই রাকাত খানায়ে কাবার দিকে মুখ করে আদায় করেন। এজন্য সেটার নাম মসজিদে কিবলাতাইন অর্থাৎ দুই কিবলা বিশিষ্ট মসজিদ নামে নামকরণ করা হয়েছে। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৩/৩৭০ পৃ:)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন হানযালা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا

মাওলানা ওয়াইস ইয়ামিন আত্তারী মাদানী

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে যে সকল সৌভাগ্যবান শিশুরা হাজিরী দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন হানযালা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا ও অর্ন্তভূক্ত রয়েছেন। তিনি ৪র্থ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন। রাসুলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিলো ৭ বছর। তিনি রাসুলে পাক, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হাদীসও বর্ণনা করেছেন, তাঁকে কম বয়সী সাহাবীদের মধ্যে গণনা করা হয়। (আল আসাবা ফি তামীযিস সাহাবা, ৪/৫৮)

সম্মানিত পিতার মহত্বপূর্ণ মর্যাদা: তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ গাসিলুল মালাইকা হযরত হানযালা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সন্তান, যিনি শাওয়াল মাসের ৩য় হিজরীতে উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন এবং ফেরেশতারা তাঁকে গোসল দিয়েছেন। ঘটনাটি হলো যে, হযরত হানযালা উহুদের যুদ্ধের রাতে তাঁর স্ত্রীর সাথে ছিলেন, তাঁর গোসলের প্রয়োজন ছিলো কিন্তু যখন যুদ্ধের জন্য আহবান করা হলো তখন তিনি ঐ অবস্থাতেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়ে যান। তাঁর জিহাদের প্রেরণা এবং রাসুলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কথায় লাব্বাইক বলার কারণে তিনি এই মর্যাদার অধিকারী হন যে, শাহাদাতের পর ফেরেশতারা তাঁকে গোসল দিয়েছেন। এভাবে তিনি "গাসিলুল মালাইকা" উপাধীতে ভূষিত হন। তাঁর পরে তাঁর সন্তানদেরকেও বনু গাসিলুল মালাইকা বলা হতো। (শরহুয যুরকানি আলাল মাওয়াহিব, ২/৪০৮। তারিখে ইবনে আসাকির, ২৭/৪২২। তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৫/৪৯)

রাসুলে পাককে উষ্ট্রির উপর তাওয়াফ করতে দেখলেন: হযরত আব্দুল্লাহ বিন হানযালা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অল্প বয়সে যেই মূহুর্ত গুলোতে রাসুলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সাক্ষাত করেছেন বা সাহচর্য পেয়েছেন ঐ মূহুর্তগুলোকে সংরক্ষণ করে নিয়েছেন অতঃপর এক স্মরনীয় ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন: আমি নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে উষ্ট্রির উপর তাওয়াফ করতে দেখেছি। ঐ সময় না কাউকে মারা হয়েছে, না ধাক্কা দেয়া হয়েছে আর না "সরে যাও! সরে যাও" এর আওয়াজ শোনা গেছে।

(কানযুল উম্মাল, ৫ম অংশ, ৩/৬৬, নাম্বার: ১২৪৯৩)

ফারুকীর দরবারে হযরত আব্দুল্লাহ বিন হানযালা এর মর্যাদা: হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন যে, একবার ফারুকী দরবারে কিছু পোষাক আনা হলো, হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সকল লোকদের মাঝে বন্টন করা শুরু করলেন, বন্টনের সময় একটি খুব সুন্দর ও মূল্যবান পোষাক সামনে আসলো তখন হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঐ পোষাকটি নিজের রানের নিচে রেখে দিলেন (এবং কাউকে দিলেন না)। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন যে, বন্টনের মধ্যে যখন আমার নাম নেয়া হলো তখন আমি বললাম: আপনি আমাকে ঐ পোষাকই দিন, এতে হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: আল্লাহ পাকের শপথ! আমি এই পোষাক তাকেই দেবো, যে তোমার চেয়েও উত্তম এবং তার পিতা তোমার পিতার চেয়েও উত্তম। এরপর হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত আব্দুল্লাহ বিন হানযালা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কে ডাকলেন আর ঐ দামী পোষাকটি তাঁকে পরিয়ে দিলেন।

(মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, ১৭/২৪৪, নাম্বার: ৩২৯৯০)

শাহাদাত: তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ৫৯ বছর বয়সে হাররা এর ঘটনায় ২৭ জিলহজ্জ ৬৩ হিজরী বুধবার মদীনায়ে মুনাওয়ারায় শাহাদাত বরণ করেন। **(তারিখে ইবনে আসাকির, ২৭/৪৩২। আল আসাবা ফি তামীযিস সাহাবা, ৪/৫৮)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

জুলাই ২০২৪

মাদানী মুযাকারার সমাধান

অযু ছাড়া আযান দেয়া

প্রশ্ন: আযান দেয়ার জন্য কি অযু করা জরুরী?

উত্তর: বাহারে শরীয়তে রয়েছে: অযুবিহীন আযান দেয়া শুদ্ধ হবে কিন্তু অযু ছাড়া আযান দেয়া মাকরুহ। (বাহারে শরীয়ত, ১/৪৬৬ পৃ:) অর্থাৎ মাকরুহে তানযিহি আর অপছন্দনীয় সুতরাং যখনই আযান দিবেন তখন অযু থাকা উত্তম। বাচ্চার কানেও অযু অবস্থায় আযান দিন।

(মাদানী মুযাকারা, ১ রবিউল শরীফ ১৪৪২ হি:)

নেকীর দাওয়াত প্রদানকারীকে এটা বলা কেমন যে "আল্লাহ মালিক?"

প্রশ্ন: অনেক সময় যখন আমরা কাউকে নামায বা নেকীর দাওয়াত দিই তখন সে উত্তর দেয় যে "আল্লাহ মালিক?", এইভাবে উত্তর দেয়া কি সঠিক?

উত্তর: অনেক সময় লোকে এড়িয়ে চলার জন্য এরকম বলে থাকে। অবশ্য এটা সত্য যে, আল্লাহ

অনুমতি ব্যতীত বানাতে পারবে না আর যদি মালিক অনুমতি দেয় তবে বানাতে পারবে।

(মাদানী মুযাকারা, ৮ রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৪২ হি:)

ময়ূরের মাংস খাওয়া কেমন?

প্রশ্ন: ময়ূয়ের মাংস খাওয়া যাবে কি? আর আপনি কি কখনো ময়ূয়ের মাংস খেয়েছেন?

উত্তর: জি! ময়ূয় হালাল পাঁখি, এটার মাংস খাওয়া যাবে। **(ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি, ৫/২৯০ পৃ:)** আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি ময়ূয়ের গোশত খেয়েছি।

(মাদানী মুযাকারা, ৩০ সফর শরীফ ১৪৪২ হি:)

নামাযের মধ্যে মুখে তিক্ত পানি আসে তো?

প্রশ্ন: যদি নামাযের মাঝখানে মুখে তিক্ত পানি আসে তবে কি করা উচিত?

উত্তর: অনেক সময় অম্লতার কারণে তিক্ত ঢেকুর ও মুখে তিক্ত পানি এসে থাকে, নামাযের মাঝখানে মুখে তিক্ত পানি এসে যায় তো সেটা পূনরায় কণ্ঠনালীর ভিতর চলে যেতে পারে এতে কোন অসুবিধা নেই।

(মাদানী মুযাকারা, ৯ রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৪২ হি:)

গাড়ি চালানোর সময় কি তিলাওয়াত বা নাত শরীফ শোনা যাবে?

প্রশ্ন: গাড়ি চালানোর সময় কি তিলাওয়াত বা নাত শরীফ শুনতে পারবে আর সেটার সাওয়াব পাবে কি?

উত্তর: জি শুনতে পারবে আর اِنْ شَآءَ الله সেটার সাওয়াবও পাবে (অবশ্য ট্রাফিক আইনের দিকে খেয়াল রাখতে হবে)।

(মাদানী মুযাকারা, ১ রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৪২ হি:)

মসজিদ পরিষ্কার করার সময় পিঁপড়া আসে তো কি করা উচিত?

প্রশ্ন: পরিষ্কার করার সময় পিঁপড়া এসে গেলে কি করণীয়?

উত্তর: মসজিদ বা ঘর ইত্যাদি পরিষ্কার করার সময় যদি পিঁপড়া এসে যায় তবে পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত যাতে পিঁপড়াগুলো কষ্ট না পায়। যদি পিঁপড়াগুলো মসজিদের মেঝে ইত্যাদির উপর থাকে তবে সেগুলোকে তাড়িয়ে দিন যাতে পিঁপড়াগুলো চলে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য স্থান পরিষ্কার করে নিন। অনেক লোক পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে অসাবধানতা করে থাকে যার কারণে অনেক পিঁপড়া আহত হয়ে যায় বরং মারাও যায়। পিঁপড়াদের নিজস্ব কিছু নিয়ম থাকে এরা সকলে এক লাইনে চলাচল করে, যদি কেউ তাদের লাইন ভঙ্গ করে তাহলে পূনরায় এরা লাইন তৈরি করে নেয়, এদের মধ্যে একজন রাণী থাকে যদি সেই রাণীকে কেউ মেরে ফেলে তখন তারা লাইন ভঙ্গ করে দেয়।

(মাদানী মুযাকারা, ৯ রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৪২ হি:)

পাক মালিক। এখন যে বলেছে সে কোন নিয়্যতে বলেছে? এটা আল্লাহ পাক ভালো জানেন। "নামায পড়ো আর না পড়ো আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিবেন, আল্লাহ পাক মালিক" এটার যে কোন অর্থ হতে পারে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টি স্পষ্ট না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যে বলেছে তার উপর হুকুম লাগানো যাবে না। অতএব যেসব লোক এড়িয়ে চলার জন্য এরকম বলে থাকে তারা যেনো এরকম না করে বরং তারা যেনো নামায আদায় করে কেননা এটি মাফ নেই।

(মাদানী মুযাকারা, ৩ রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৪২ হি:)

স্বামীর ভাতিজাদের সাথে পর্দা করার মাসআলা

প্রশ্ন: স্বামীর ভাতিজাদের সাথে কি পর্দা করা আবশ্যক?

উত্তর: যদি স্বামীর ভাতিজা প্রাপ্তবয়স্ক হয় তবে তার থেকেও পর্দা করা জরুরী, অবশ্য! ছোট বাচ্চা যে কারো হোক না কেনো তার থেকে পর্দা করার বিধান নেই, কিন্তু আজকাল যুবককেও বাচ্চা বলা হয়ে থাকে এটা ঠিক নয়।

(মাদানী মুযাকারা, ৮ রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৪২ হি:)

জোনাকি পোকা বন্দি করা কেমন?

প্রশ্ন: কিছু কিছু বাচ্চা খেলার জন্য জোনাকি পোকা ধরে এটা কি জুলুমের অন্তর্ভূক্ত হবে?

উত্তর: যেমনিভাবে বাচ্চারা খেলার জন্য জোনাকি পোকা বন্দি করে সেক্ষেত্রে সেটার খাবারের দিকে ধ্যান থাকে না, যার কারণে জোনাকি পোকাগুলো মারা যায়, এইভাবে জোনাকি পোকাগুলোকে বন্দি করা অন্যায়, আমি ছোটবেলায় দেখতাম যে বাচ্চারা ফড়িংয়ের গলায় রশি বেঁধে উড়াতো আর সেটা ছটপট করতো যার কারণে সেটার পা ভেঙ্গে যেতো। আজও অনেক বাচ্চা প্রজাপতি ধরার চেষ্টা করে, অথচ এটা অনেক নরম প্রকৃতির হয়ে থাকে সেটাও ধরা উচিত না, এইভাবে আমের মৌসুমে সবুজ রংয়ের মাছি এসে থাকে যা সাধারণ মাছি থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে, অনেক বাচ্চারা সেটাতে চিকন রশি বেঁধে থাকে যার কারণে সেটা কিছুটা উড়ে পড়ে যায়, এইভাবে কিছু বাচ্চারা নিরীহ পোকা-মাকড় ও নির্দোষ পিঁপড়াগুলোকে মেরে ফেলে আর বিড়াল ছানাকে লেজ ধরে ছোড়াছুড়ি করে এসবকিছু জুলুমের অন্তর্ভূক্ত, বাচ্চাদেরকে এসব বিষয় বুঝানো উচিত যে, প্রাণিদের উপর জুলুম করা উচিত নয়, বরং দয়া করা উচিত।

(মাদানী মুযাকারা, ৮ রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৪২ হি:)

ঘরের নাম "দারুস সালাম" রাখা কেমন?

প্রশ্ন: ঘরের নাম কি "দারুস সালাম" রাখা যাবে?

উত্তর: ঘরের নাম "দারুস সালাম" রাখাতে কোন অসুবিধা নেই। "দারুস সালাম" এর অর্থ হলো: শান্তির ঘর। আফ্রিকার একটি দেশ "তানযানিয়া" এটাতে প্রসিদ্ধ শহর যেটাকে "দারুস সালাম (Dar es Salaam)" বলা হয়। একইভাবে পাকিস্তানের শহর টুবাটেক সাঙ্গকেও দারুস সালাম বলা হয়। **(মাদানী মুযাকারা, ২ সফর শরীফ ১৪৪২ হি:)**

অফিসে নিজের জন্য চা বানানো কেমন?

প্রশ্ন: অফিসে চা – নাস্তার দায়িত্বে থাকা কর্মচারী নিজের জন্য কি চা বানাতে পারবে?

উত্তর: যদি মালিক নিজের ও মেহমানদের জন্য চা বানাতে সেই কর্মাচারীকে রাখে তবে মালিকের

আমীফা

ঘর থেকে জ্বিন তাড়ানোর রুহানী চিকিৎসা

যদি কারো ঘরে জ্বিন থাকে আর পেরেশান করে তবে সূরা ফাতেহা এবং আয়াতুল কুরসি এবং সূরা জ্বিনের শুরুর পাঁচটি আয়াত পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে ঘরের চারপাশে ছিটিয়ে দিন, ঘর থেকে জ্বিন চলে যাবে আর اِنْ شَآءَ الله আসবে না। **(জান্নাতী জেওর, ৫৮৭ পৃ:)**

জ্বিনের অনিষ্টতা থেকে হেফাযত

যদি কারো সাথে জ্বিনের প্রভাব থাকে, জ্বিন আপনাকে বিরক্ত করে, জিনিসপত্র নিয়ে যায়, অদৃশ্য করে দেয়, কাপড় ফেটে যায়, ঘরের আসবাবপত্রের ক্ষতি করে, শরীর ভারী হয়ে যায়, বুকের চাপ ও কাঁধের উপর ভারী অনুভব হয়, নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়, ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্নে সাপ, বিচ্ছু, টিকটিকি দেখেন অথবা খারাপ স্বপ্ন অথবা ঘরে রক্তের ছিটা দেখেন তো আপনি সূরা বাকারা তিলাওয়াত করুন আর আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করুন। যেই ঘরে এটার তিলাওয়াত করা হবে সেখান থেকে দুষ্ট জ্বিন পালিয়ে যাবে আর এইভাবে আলামতও চলে যাবে।

এক জুমা থেকে অপর জুমা পর্যন্ত নিরাপদ

যেই ব্যক্তি জুমার পর সূরা ফাতেহা, সূরা ইখলাস ও সূরা ফালাক এবং নাস সাতবার করে পাঠ করে নেয় আগামী জুমা পর্যন্ত তাকে হেফাযত করা হবে।

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াকি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন আমরা এটাকে পরীক্ষা করে দেখেছি আর এটাকে সঠিক পেয়েছি। **(শুয়াবুল ঈমান, ২/৫১৮ পৃ:, হাদিস: ২৫৭৭। ফাযায়িলুল কুরআন লি ইবনিল যরিস, ১/১২৩ পৃ:, হাদিস নং: ২৯০)**

ফোলা রোগের রুহানী চিকিৎসা

যদি শরীরের কোন স্থান ফুলে যায় তো لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ৬৭ বার লিখে (অথবা লিখিয়ে) নিজের সাথে রাখুন অথবা তাবিয বানিয়ে পরিধান করে নিন, اِنْ شَآءَ الله ফোলা চলে যাবে। **(অসুস্থ আবিদ, ৩৭ পৃ:)**

মাকতাবাতুল মদীনায়

পাওয়া যাচ্ছে

আমীরে আহলে সুন্নাতের ৭৮টি উপদেশ

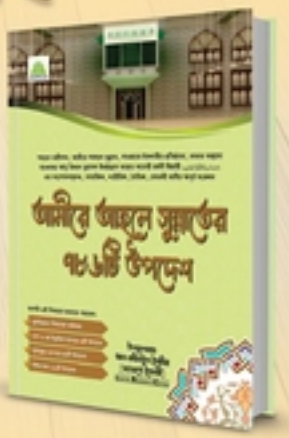

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৭৩৪-১১২৭২৬

ঢাকা শাখা : ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

চট্টগ্রাম শাখা : আল-ফাতাহ্ পণ্য সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫০৩৫৮৯

কুমিল্লা শাখা : কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

সৈয়দপুর শাখা : পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ সংলগ্ন, সৈয়দপুর, নীলফামারী। ০১৮৭৬৮৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net

01180620